চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 20 September, 2020 ■ আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ৩ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বন্ধে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি বিএসএফ-বিজিবির

।। মনির হুসেন।। ঢাকা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বন্ধের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন ভারতের সীমান্তরী বাহিনীর (বিএসএফ) মহাপরিচালক রাকেশ আস্তানা। তিনি বলেন, সীমান্তহত্যা শূন্যে নামিয়ে আনতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অপরাধীদের কোনো দেশ নেই, সীমান্তের দুই পাশেই তাদের অবস্থান।

শনিবার ঢাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও বিএসএফের মহাপরিচালক (ডিজি) পর্যায়ের সম্মেলনের শেষের দিন সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান বিএসএফ মহাপরিচালক। এদিন সকালে দুই বাহিনী প্রধান যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেন।

সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতন শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে বিজিবি-বিএসএফের সম্মতি ও যৌথ আলোচনার দলিল স্বারের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে এ সম্মেলন। এর আগে গত বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে পিলখানায় বিজিবি সদর দফতরে এ সম্মেলন শুরু হয়।

সম্মেলনে বিজিবির মহাপরিচালক মো. সাফিনুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। বিএসএফের তরফ থেকে অংশ নেয় রাকেশ আস্তানার নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল। এতে বলা হয়, সীমান্তহত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা, মাদকদ্রব্য, অবৈধ অস্ত্র, মানবপাচার রোধ এবং মানবাধিকারের বিষয় প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালকের পর্যায়ের বৈঠকে দুই বাহিনী সম্মত হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে বিজিবির অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও বিজিবি সদর দফতরের সংশ্লিষ্ট স্টাফ অফিসার ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যৌথ নদী কমিশন এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রতিনিধিত্ব করেন। আর ভারতীয় প্রতিনিধিদলে বিএসএফ সদরদফতরের উর্ধতন কর্মকর্তা এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহাকরণ অভিযান করবে ১০৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছে জাস্টিস ফর ১০৩২৩ টিচার। শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কর্মসূচীর ঘোষণা দেন জাস্টিস ফর ১০৩২৩ টিচার সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক অজয় দেববর্মা। তবে তিনি জানান তারা আগামী ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকারের ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

কোন পজেটিভ দিক উঠে না এলে ২৩ সেপ্টেম্বর মহাকরণ অভিযানের সংগঠিত করা হবে বলে জানান তিনি। এদিন মোট ৩ দফা দাবিতে এই মহাকরণ অভিযান সংগঠিত করা হবে বলে জানান। এই অভিযান শুরু হবে রাজধানীর উত্তর গেইট এলাকা থেকে। ১০৩২৩ চাকুরীচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যরাও অংশ নেবে বলে জানান সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক অজয় দেববর্মা।

দূর্গাবাড়ি চা বাগানে চুরির ঘটনায় আরও চারজন আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। দুর্গাবাড়ি চা বাগান থেকে চুরির ঘটনায় জড়িত আরও চারজনকে আটক করা হয়েছে।অভিযুক্ত চারজনকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত বেশ কিছুদিন ধরেই দুর্গাবাড়ি চা পাতা থেকে চা পাতা সহ অন্যান্য জিনিসপত্র ব্যাপক হারে চুরি করেছিল।

চুরির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হন বাগানের শ্রমিকরা। তার জবানবন্দি অনুযায়ী আরও চারজনকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। আটক অপর চারজন হলো প্রদিপ দেবনাথ ,নিপু মুন্ডা, রঞ্জিত মুন্ডা এবং বিশু কর্মকার। তারা সালিশি সভায় চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

তাদের বিরুদ্ধে এয়ারপোর্ট থানায় নির্দিষ্ট থানায় মামলা গৃহীত হয়েছে। বাগান কর্তৃপক্ষ এবং বাগানের শ্রমিকরা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। বাগানে চুরির ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন জড়িত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় বিএসএফ-বিজিবি শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন ত্রিপুরা সীমান্তে পাচারকারীদের রুখতে গুলি, পতাকা বৈঠকে আলোচনা

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ।। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় যখন বিএসএফ এবং বিজিবি-র মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন চলছে, তখন ত্রিপুরা সীমান্তে পাচারকারীদের রুখতে গুলি ছুঁড়তে হয়েছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে। এতে দুই বাংলাদেশি পাচারকারী আহত হয়েছে। বিজিবি তাদের আটক করে বাংলাদেশ পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। আজ শনিবার ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমায় ইউএনসিনগরে ভারত-বাংলা সীমান্তে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পদাধিকারীরা পতাকা বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ঢাকায় দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন পাচারকে ঘিরে সীমান্তে অস্থিরতা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলে মনে করা হচ্ছে।

সোনামুড়ার এসডিপিও বিকাশ দেব বলেন, শুক্রবার ভোররাতে সোনামুড়া মহকুমায় ইউএনসিনগরে ভারত-বাংলা সীমান্তে বিএসএফ টহল দিচ্ছিল। তখন তাদের নজরে আসে সীমান্তের বেড়া টপকে দুই দেশের পাচারকারীরা মিলে কিছু জিনিসপত্র পাচার করছে। তখন বিএসএফ জওয়ানরা তাদেরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তার পর বিএসএফ পাচারকারীদের উদ্দেশ্যে নন-ল্যাথেল বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ে। তাতে বাংলাদেশের দুই পাচারকারী আহত হয়েছে। বিএসএফ-এর দাবি, ভারতীয় পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কথায়, পরবর্তী সময়ে ওই এলাকায় তল্লাশি করে বিএসএফ জওয়ানরা ছয়টি সিলিং ফ্যান উদ্ধার করেছেন। সোনামুড়া থানায় ওই ঘটনায় জিডি অ্যান্টি করা হয়েছে। তিনি বলেন, আজ ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে বিজিবি জানিয়েছে, আহত দুই বাংলাদেশি পাচারকারীকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়েছে। সাথে বিএসএফকে বিজিবি গুলি না চালানোর অনুরোধ করেছে। পাল্টা বিএসএফও বিজিবি-কে সাফ জানিয়েছে, পাচারকারীরা যাতে ভারতের সীমান্ত অতিক্রম না করে সে বিষয়টি নিশ্চিত হোক।

প্রসঙ্গত, বিএসএফ এবং বিজিবি-র ডিজিস্তরে গত বৃহস্পতিবার থেকে ঢাকায় আজ সকাল পর্যন্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকেও দুই দেশের পাচারকারীদের বাধা দেওয়া এবং দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর মধ্যে নজরদারি রাখার জন্য আরও বেশি করে সমন্বয় গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে বিস্ময়কর বিষয় হল, প্রতিবার দুই দেশের ডিজি স্তরের বৈঠক চলার সময় বিএসএফ-বিজিবির মধ্যে কোনও না-কোনও সীমান্তে গুলি ছোঁড়াছুঁড়ির ঘটনা হয়।

শিশুকন্যাকে ধর্ষণ, খবর চাউর হতেই বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ সেপ্টেম্বর।। শিশু ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক টিএসআর জোওয়ান এর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত টিএসআর জোওয়ানের নাম বাবুল দাস। বিশালগড় গোকুলনগর টিএসআর ক্যাম্পে কর্মরত অভিযুক্ত জোওয়ান। ঘটনা গত মাসের মাঝামাঝি সময়ে বিশালগড় থানাধীন নেহাল চন্দ্রনগর এলাকায়। আত্মরক্ষায় ভয়ে এতদিন বিষয়টি গোপন রেখেছিল নির্যাতিতার পরিবার। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতে গত পরশুদিন খবর পেয়ে পরিবারটির পাশে দাঁড়ায় সিপাহীজলা জেলার চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ।

শনিবার শিশুটির বাড়িতে আসেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্য গৌতম সরকার এবং তানিয়া সাহা সহ চারজনের প্রতিনিধিদল। তারা পরিবারের মানুষদের অভয় দিয়ে অভিযুক্ত টিএসআর জোওয়ান এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে নিয়ে যায় বিশালগড় মহিলা থানায়। নির্যাতিতা শিশুটির ভাই জানায় খালি বাড়িতে ডেকে নিয়ে শিশুটির সঙ্গে খারাপ কাজে লিপ্ত হয় ঐ টিএসআর জোওয়ান। শরীরের আপত্তিকর জায়গায় হাত লাগানোর পাশাপাশি বলপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললে তাকে প্রাণে মারার হুমকি দেয় জোওয়ান। শিশুটি এতদিন চুপ থাকলেও খেলার ছলে কথাটি বলে দেয় এলাকার এক বান্ধবীর সাথে। বান্ধবী এসে নির্যাতিত শিশুকন্যার মায়ের সাথে সব বলে দেয়। তখনই প্রকাশ্যে আসে বিষয়টি।

জানা গেছে বিষয়টি এলাকার চাউর হতেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা করে অভিযুক্ত টিএসআর জোওয়ান। সে এখনোও চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে হাপানিয়া মেডিকেল কলেজে। পুলিশ সূত্রের খবর শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে অভিযুক্ত টিএসআর জোওয়ান বাবুল দাসকে। শনিবার দুপুরে বিশালগড় মহিলা থানা একটি মামলা করা হয় ।মামলা নম্বর হলো ২৫/২০, ৩৭৬ এবি আইপিসি আন্ডার সেকশান ফোর অফ পকসো।

বাবাকে কুপিয়ে খতম করে মা'র খুনের প্রতিশোধ নিল ক্ষুব্ধ ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর।। পুত্রের হাতে পিতা খুন। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন নুগরাই পাড়াতে শনিবার সাত সকালে। মৃত ব্যাক্তির নাম মনোরঞ্জন জামাতিয়া।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার সকাল প্রায় ৬ টা ২০মিনিট নাগাদ উনুনে ভাত রান্না করার ব্যাপারকে কেন্দ্র করে পিতা মনোরঞ্জন জামাতিয়া এবং পুত্র পল্টু জামাতিয়ার মধ্যে বাক বিতণ্ডা হয়। পরে পুত্র পল্টু জামাতিয়া রাগে দা দিয়ে পিতা মনোরঞ্জনকে আঘাত করতে থাকে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় পিতা মনোরঞ্জন জামাতিয়ার।

পরে খবর দেওয়া হয় মুঙ্গিয়াকামি থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মুঙ্গিয়াকামি থানার ওসি সহ বিশাল পুলিশ। ছুটে যান খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার। ঘটনার পরেই ঘাতক পুত্র পল্টু জামাতিয়া পুলিশ আসার আগেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। যদিও পুলিশ অভিযুক্তকে ধরার জন্য ডগ স্কোয়ার্ড আনে।

পরে রাতে অভিযুক্ত ছেলেকে এলাকার লোকজন আটক করে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে ওই যুবককে থানায় নিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের জেরায় অভিযুক্ত ছেলে জানিয়েছে যে, সে যখন ছোট ছিল তখন তার বাবা মাকে হত্যা করেছিল। সেই দৃশ্য সে কোনওভাবে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। মায়ের খুনের প্রতিশোধ নিতে সে দীর্ঘদিন ধরেই সুযোগ খুঁজছিল। শনিবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবির মেডিক্যাল সুপারের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে আর্জি ডা. দেবাশিস রায়ের

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় একের পর এক পদস্থ আধিকারিক দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য সচিবের পর এবার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে আর্জি জানিয়েছেন জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. দেবাশিস রায়। তিনি কয়েকদিন আগেই মেডিক্যাল সুপারের পদ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন বলে সূত্রের দাবি।

প্রসঙ্গত, করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় প্রশাসনিক শীর্ষ আধিকারিকরা নিজেদের রীতিমতো গুটিয়ে নিচ্ছেন। বর্তমানে করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরায় বেশ কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে। ফলে, পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। অবশ্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথাসম্ভব চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। কিন্তু পদস্থ আধিকারিকদের একের পর এক দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানো যথেষ্ট রহস্যজনক বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা এবং স্বাস্থ্যসচিব তথা অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এসকে রাকেশ স্বেচ্ছা অবসর চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি পাঠিয়েছেন। তাঁদের আর্জি সরকার মঞ্জুরও করেছে। এরই মধ্যে এখন জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. দেবাশিস রায় তাঁর পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে আর্জি জমা দিয়েছেন।

সূত্রের খবর, সম্প্রতি তিনি মেডিক্যাল সুপারের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে চিঠি দিয়েছেন, তা এখন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের টেবিলে রয়েছে। তাঁর আর্জি বিবেচনার জন্য নানা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। তবে শীঘ্রই মঞ্জুর হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, তিনি খুবই অল্প সময়ের জন্য মেডিক্যাল সুপারের দায়িত্বে ছিলেন। জিবি হাসপাতালে প্রশাসক নিযুক্তিকে কেন্দ্র করে মতানৈক্যের জেরে পূর্বতন মেডিক্যাল সুপার ডা. রঞ্জিত দাস পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন ডা. দেবাশিস রায়। এখন তিনিও ওই পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। ফলে সামগ্রিক বিষয় খুবই রহস্যজনক বলে মনে করা হচ্ছে।

গৃহবধূকে খুন, অভিযোগের তিন ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ সেপ্টেম্বর।। খুনের অভিযোগের তিন ঘন্টার মধ্যে দুইজন আসামীকে গ্রেপ্তার করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মধ্যটিলা এলাকার বাসিন্দা রেশমি বেগম (২০) কার্মী বাজারের বাসিন্দা মাসুদ মিয়ার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিবাহের কিছুদিনপর থেকে শুরু হয় সাংসারিক অশান্তি। রেশমি বেগমের মামা অভিযোগ করেন গতকাল রাত্রিবেলায় রেশমি বেগমকে অসুস্থ অবস্থায় শান্তির বাজার জেলা হাসপাতাল নিয়ে আসে স্বামীর বাড়ীর লোকজন।

পরবর্তী সময় জেলা হাসাপালে কর্তব্যরত চিকিৎসক রেশমি বেগমের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে গোমতী জেলা হাসাপাতালে স্থানান্তরিত করেন। কিন্ত রেশমি বেগমকে গোমতী জেলা হাসপালে নিয়েগেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রেশমী বেগমকে মৃতবলে ঘোষনা করেন। রেশমী বেগমের এই অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে উর মামা আজ শান্তির বাজার থানায় এক লিখিত মামলা দায়ের করেন। উনাদের অভিযোগ রেশমী বেগমকে উনার শশুর বাড়ীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ড্রাগস সহ ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর।। আবারো উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নেশা বিরোধী অভিযান। ত্রিপুরা আসাম সীমান্তের প্রেমতলা এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে উদ্ধার ২ প্যাকেটে ৪৫ গ্রাম হেরোইন।যার বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে তিন লক্ষাধিক টাকা। সাথে আটক বাবলু দাস(১৯) নামের অসমের লোহার পোয়ার এক নেশা কারবারি।কদমতলা থানার পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।ধৃত নেশা কারবারিকে আজ ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করবে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।আর তাতে নেশা বিরোধী অভিযানে একের পর এক সাফল্যের পালক কুড়াচ্ছেন। অনুরূপ গতকাল রাত আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ ত্রিপুরা আসাম সীমান্তের কদমতলা থানাধীন প্রেমতলা এলাকায় নেশা বিরুদ্ধে অভিযান চালান পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। পুলিশ সুপারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর কারাগারে ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা কয়েদির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর জেলা কারাগারে ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে এক কয়েদি। তবে কারাগার কর্মীদের প্রচেষ্টায় অল্পেতে প্রাণে রক্ষা পেয়েছে ওই কয়েদি। তার নাম কার্তিক দাস। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কারাগারের অন্যান্য কয়েদিদের যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে সে ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ধর্মনগর জেলা কারাগারে কত বেশ কিছুদিন ধরে কয়েকজন কয়েদি দাদাগিরি শুরু করে। তাদের দাদাগিরিতে অন্যান্য কয়েদিরা রীতিমতো অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এসব বিষয় কারাগারের অন্যান্য কয়েদিরা কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কার্তিক দাস নামে এক কয়েদি আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে স্নান করতে গিয়েই সে ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তখন ঐ কারাগারের দায়িত্বে থাকা কারারক্ষীরা বিষয়টি দেখে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে কারারক্ষীরা। তাদের প্রচেষ্টায় অল্পেতে প্রাণে বেঁচে গেছে ওই কয়েদি। বর্তমানে কার্তিক দাস নামে ওই কয়েদি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

রাজ্যসভায় পাশ মহামারী রোগ সংশোধনী বিল

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। রাজ্যসভায় পাশ মহামারী রোগ (সংশোধনী) বিল, ২০২০। শনিবার সংসদের উচ্চকক্ষে এই বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. হর্ষ বর্ধন। গত এ এপ্রিল মাসে এ বিষয়ে একটি অধ্যাদেশ জারি করার পর এ দিন বিলটি পাশ হয়ে যায় রাজ্যসভায়। বিল অনুযায়ী এবার থেকে করোনা যোদ্ধা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপরে হামলা করলে সর্বোচ্চ শাস্তি হতে পারে পাঁচ বছরের জেল।

করোনা সংক্রমণ মহামারীর আকার নেওয়ার পর থেকেই সারা দেশে স্বাস্থ্যকর্মীদের নানা ভাবে হেনস্তা করার ঘটনা সামনে এসেছে। কোথাও হামলা কিংবা সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগ যেমন এসেছে, তেমনই নিজের এলাকায় করোনা যোদ্ধাদের ঢুকতে না দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। এই ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য কেন্দ্রের তরফে গত এ এপ্রিল মাসে রোগ আইন, ১৮৯৭-এর সংশোধন করে ওই অর্ডিন্যান্স পাশ করান হয়েছিল। অবশেষে বিল পাশ করে এই অর্ডিন্যান্সকে আইনে পরিণত করতে পদক্ষেপ করল কেন্দ্র।এই বিলে বলা হয়েছে, বর্তমান মহামারীর সময়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কোনও কর্মীর প্রতি কোনও রকম হেনস্থা মেনে নেওয়া হবে না। স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকদের শারীরিক হেনস্তা ছাড়াও কোনও চিকিৎসা কেন্দ্র, কোয়ারান্টাইন কেন্দ্র অথবা মহামারীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত কোনও স্থানে ভাঙচুর করলেও শাস্তি হবে।

নয়া বিল অনুসারে এই ধরনের কোনও অভিযোগ এলে ইন্সপেক্টর পর্যায়ের কোনও আধিকারিক ৩০ দিনের মধ্যে বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন। বিচার শেষ করতে হবে এক বছরের মধ্যে। তবে আদালত চাইলে কোনও লিখিত কারণের ভিত্তিতে বিচারের সময়সীমাকে বর্ধিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩৩ ▫ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ▫ ৩ আশ্বিন ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

প্রবেশিকা পরীক্ষায় জট

বহু দিন যাবৎ প্রায় স্থগিত রহিয়াছে স্বাভাবিক লেখাপড়া, পরীক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপরাপর ক্রিয়াকলাপ। তন্মধ্যে কেবল সাড়ম্বরে আয়োজিত হইল জেইই ও নিট পরীক্ষা। জেইই-তে বসিতে পারিলেন না দুই লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী, নিটে অনুপস্থিতির হার প্রায় ১৫ শতাংশ। উক্ত সঙ্কট অননুমেয় ছিল না। একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন পরীক্ষা আয়োজনের বিরোধিতা করিয়াছিল, কেন্দ্রীয় সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করিয়াছিল ছয়টি রাজ্য সরকার। শেষাবধি সরকার বা আদালত তাহা বিবেচনা করে নাই, পরীক্ষা হইতেই হইল। আদালতের রায় শিরোধার্য, কিন্তু প্রশ্ন হইল, এই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ঠিক হইল কি? বর্তমানে দেশের সকল শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আংশিক ভাবে চলিতেছে। দেশে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা যখন সর্বাধিক, তখন এত বড় পরীক্ষার আয়োজন বহু মানুষের অসুবিধা ঘটাইল। জীবনের ঝুঁকি লইয়া পথে নামিতে বাধ্য হইলেন পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

এই পরীক্ষার্থীরা গত ছয় মাস বহুলাংশে স্বাভাবিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন। অনেকেই লেখাপড়ার কেন্দ্র ছাড়িয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, হয়তো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হইলে আবার আসিতেন। কিন্তু ঊর্ধমুখী সংক্রমণের হার এবং গণপরিবহণের অপ্রতুলতার ভিতরেই পরীক্ষা আয়োজিত হওয়ায় তাঁহাদের উপর এক অনাবশ্যক চাপ সৃষ্টি হইল। বর্তমান ইন্টারনেট-নির্ভর শিক্ষায় যে ছাত্রছাত্রীরা ভৌগোলিক বা আর্থিক বা অন্য কোনও কারণে পিছাইয়া আছেন, এই মুহূর্তে পরীক্ষা কি তাঁহাদের জন্য অসম প্রতিযোগিতা নহে? সামগ্রিক চিত্র বলিবে, পরীক্ষা ন্যূনাধিক সুষ্ঠু ভাবে আয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু পরিসংখ্যান শুধু একটি সমষ্টিগত চিত্র অঙ্কন করে ব্যক্তির সমস্যা তাহাতে ধরা পড়ে না। যে ১৫ ছাত্রছাত্রী নিট দিতে পারিলেন না, তাঁহাদের জীবনপ্রবাহের পথপরিবর্তনের হিসাব রাখিবে কোন পরিসংখ্যান?

তামিলনাড়ুতে তিন নিট পরীক্ষার্থীর আত্মহনন বলিয়া দেয়, পরীক্ষার আয়োজন ছাত্রছাত্রীদের একাংশকে কী ভাবে বিপন্ন করিয়াছে। অভিযোগ, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পরীক্ষার চাপেই তাঁহারা আত্মহত্যা করিয়াছেন। যাঁহারা পরীক্ষায় বসিলেন, তাঁহাদেরও অভিজ্ঞতা সুখকর নহে। কেহ দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া আট ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়াছেন, কেহ বা দুপুরে পরীক্ষা দিবার জন্য সারা রাত্রি যাত্রা করিয়াছেন, কেহ আবার এক দিন পূর্বেই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাইয়া অপেক্ষার প্রহর গনিয়াছেন। বিহারের দারভাঙা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এক যুবক, সম্পূর্ণ একটি দিন সময় লাগিয়াছিল, মাত্র দশ মিনিট বিলম্ব হওয়ায় পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকিবার অনুমতি পান নাই। বিস্মৃত হইবার পূর্বেই এই বিপদসমূহ বিবেচনা করা বিধেয়। কেননা, যাহা ঘটিল তাহা দুর্ভাগ্যজনক। পরীক্ষা এবং লেখাপড়ার প্রক্রিয়া স্বাভাবিক করা জরুরি, কিন্তু জেইই-নিট পরীক্ষার ক্ষেত্রে সদিচ্ছা অপেক্ষা গুরুত্ব পাইয়াছিল অনমনীয় রাজনৈতিক জেদ। আর পাঁচটি বিষয়ের ন্যায় এই পরীক্ষাও শেষ অবধি কেন্দ্র বনাম বিরোধী দল-শাসিত রাজ্যের দ্বৈরথে পরিণত হইয়াছিল। পরীক্ষা পিছাইয়া দেওয়ার প্রশ্নটি আর ছাত্রছাত্রীদের হিতাহিত বিবেচনার বিষয় থাকে নাই, কেন্দ্রের অহংয়ের প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। অহংয়ের সেই যুদ্ধে কেন্দ্র জিতিল। হারিলেন পরীক্ষার্থীরা।

ভারতবর্ষকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন, অভিমত জসফা-র

গুয়াহাটি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কেবলমাত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইনই ভারতবর্ষকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে পারে। এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে এই অভিমত পোষণ করেছে বেসরকারি সংগঠন 'জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন' (জসফা)।

সংগঠনের অসম এবং উত্তরপূর্ব প্রান্তের তরফ থেকে শিবপ্রসাদ শর্মা, শৈলেন্দ্র পাণ্ডে, ড় শুভজিৎ চৌধুরী, লালজি সোনারি স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এই দাবি করে বলা হয়েছে, ২০০০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী কর্তৃক গঠিত সংবিধান সমীক্ষা কমিশনই স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত কমিশন ছিল। ১১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত সংবিধান সমীক্ষা কমিশন (ভেংকটচালেইয়া কমিশন) দুই বছর পর্যন্ত বিচার বিবেচনা করার পর সংবিধানের ৪৭ নম্বর ধারায় সংলগ্ন করা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা আইনে পরিণত হয়নি। সে সময়ের শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ভেংকটচালেইয়া কমিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিচারপতি জীবন রেড্ডি, বিচারপতি পুননেয়া কমিশনের সদস্য ছিলেন।

ভারতের প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞ কেশব পরাশরণ, সোলি সারাবজি এবং লোকসভার প্রাক্তন মহাসচিব সুভাষ কাশ্যপ সদস্য ছিলেন। এছাড়াও লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা মেঘালয়ের তুরা সংসদীয় আসনের সাংসদ প্রয়াত পিএ সাংমাও ছিলেন কমিশনের সদস্য। সেই ভেংকটচালেইয়া কমিশনের নির্বাচনী সংশোধন, প্রশাসনিক সংশোধন এবং বিচারবিভাগীয় সংশোধনের জন্য প্রদত্ত পরামর্শ আজও কার্যকর হয়নি।

বেসরকারি সংগঠন জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের পদাধিকারীরা জানিয়েছেম, দেশের ৫০ শতাংশেরও বেশি সমস্যার কারণ হচ্ছে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলের নেতা, সাংসদ, বিধায়ক, বুদ্ধিজীবী, সমাজবিদ, পরিবেশবিদ, শিক্ষাবিদ, বিচারক এবং সাংবাদিক এ প্রসঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। বিবৃতিটিতে আরও বলা হয়েছে, যাঁরা নিয়মিত কর দিচ্ছেন, তাঁরা 'আমরা দুই, আমাদের দুই' নীতি পালন করছেন। কিন্তু যারা বিনামূল্যে অন্য বস্ত্র বাসস্থান উপভোগ করছেন, তারা জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়িয়ে চলেছে। তাই সংগঠনের মতে, দেশকে বিকশিত করতে হলে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঠেকানো খুবই প্রয়োজন।

দুদিনের ধারা বৃষ্টিতে মেঘালয়ের জলে প্লাবিত দক্ষিণ শালমারা-মানকাচরের বিস্তীর্ণ এলাকা

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত দু-দিনের নিরন্তর বৃষ্টিপাতের ফলে অসমের পার্শবর্তী রাজ্য মেঘালয়ের গারোপাহাড় থেকে জলে নেমে দক্ষিণ শালামারা-মানকাচরের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করেছে। অর্ধ শতাধিকেরও বেশি গ্রামে জল ঢুকে তছনছ করে দিয়েছে বন্যার জল। জলের স্রোতে ভেঙে গেছে বাঁধ, রাস্তা-ঘাট পুকুর ইত্যাদি জলে জলাকার। ফলে কৃষক, মৎস্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত গ্রামবাসীরা বিস্তর আর্থিক লোকসানের সম্মুখীন হয়েছেন।

দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার হাটশিঙিমারির পাশে কালাপানিতে মেঘালয় থেকে জল নেমে বর্ষাকালের বন্যার মতো পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। কালাপানি অঞ্চলের টোপরপাড়া, কুড়ালভাঙা, বেঙেরভিটা, চিড়াখোয়া, সাদুল্লাবাড়ি, বড়বিলা, কুমারগাতি সমেত বিস্তীর্ণ এলাকার হাজার হাজার বিঘা শালি ধানের খেত, পুকুর, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট নষ্ট হয়েছে। কিছু কিছু পরিবারের সদস্য ঘরের পশুসম্পদগুলোকে সঙ্গে নিয়ে উঁচু রাস্তায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। পশুগুলোর খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে এলাকার কৃষকদের মধ্যে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। উপায়হীন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা রাজ্য সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছেন।

করোনা ক্ষমতা, আমাদের অমানবিকতা

প্রবীর মজুমদার

কোভিড-১৯ এর অতিমারী ঠিক যেন মহাকালের দূত। আমরা নতুন কোন পৃথিবীর উত্তরাধিকার পাব, তার একটা রূপরেখা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এই তো সেদিন কেষ্টপুরে করোনা আক্রান্তসহ গোটা পরিবারকে তালা বন্ধ করে রাখল এক নির্দয় প্রতিবেশী। এই প্রতিবেশী আবার পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এই ঘটনা প্রমাণ করল, করোনা আতঙ্ক এবং ভ্রান্ত ধারণার জেরে কতটা অমানবিক হতে পারে মানুষ। আরো একটি অমানবিক ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে ৫৬ বছরের এক বৃদ্ধ ধুম জ্বর নিয়ে রাস্তায় ধারে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপের পাশে দু'দিন ধরে পড়ে কাতরাচ্ছিল। কেউ সাহস করে গায়ে হাত দেবার সাহস দেখাননি। শেষে এলাকার কয়েকজন হকার মিলে এক অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারকে রাজি করিয়ে বৃদ্ধকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করাল। খবর নিয়ে জানা গিয়েছিল, করোনা আক্রান্ত সন্দেহে বৃদ্ধের ছেলে, পুত্রবধূ এমনকী নিজের স্ত্রীও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল পাছে তারা সংক্রমিত হয়ে যায়। দুটি ঘটনা ভারতবর্ষের ৭৪ তম স্বাধীনতা দিবসের কাছাকাছি। কোভিড -১৯ থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্য যেমন মাস্ক, স্যানিটাইজারের প্রয়োজন, তেমনি করোনা যোদ্ধা যারা সামনের সারি থেকে এই মারণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের সাহস জোগাচ্ছেন, তাঁদের জন্য আছে পিপিই কিট, যা পরলে একটা মানুষ অনেকটাই সুরক্ষিত। এর পরেও কেন নির্দয় প্রতিবেশী করোনা আক্রান্ত সহ গোটা পরিবারকে তালাবন্ধ করে দেয় কিংবা কেনই বা বৃদ্ধ মানুষটি দুদিন ধরে জ্বর গায়ে রাস্তায় শুয়ে কাতরান, তার সদুত্তর আমাদের কাছে নেই। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে যেখানে চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে, অত্যাধুনিক হাসপাতল আর নামি চিকিৎসকদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও মানুষের এই নির্মম পরিণতি আমাদের চোখের সামনে দিনের পর দিন ঘটে চলেছে।

বিগত ছ'মাস ধরে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত খবর। কোথাও হাসপাতালের নার্সকে তার বাড়িওয়ালা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কেননা নার্স বাড়িতে ঢুকলেই নাকি করোনা ভাইরাস দ্রুত হারে ছড়িয়ে পড়বে, তো কোথাও আবার করোনা ভাইরাসকে হারিয়ে হাসপাতালে থেকে ফিরে আসার পরেও সেই মানুষটিকে একঘরে করে রাখছে পাড়াপড়শিরা। বেসরকারি হাসপাতালের বেলাগাম বিলের ভার বহন করতে অক্ষম মানুষকে অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরেই কেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হচ্ছে তার উত্তর আছে আমাদের কাছে? অ্যানড্রয়েড মোবাইলে চোখ রাখা, নেটফ্লিক্সে ওয়েব সিরিজ দেখা, ঝাঁ চকচকে শপিং মল থেকে বাজার করা আমাদের সমাজের মানুষ ডিজিটাল দুনিয়াতে দাঁড়িয়েও কেন মন থেকে বের করতে পারছে না এই পুতিগন্ধময় নিষ্ঠুর মানসিকতা? কেন হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের ভিতরকার সহমর্মিতা? টিভি চ্যানেলে বসে থাকা নামি চিকিৎসকদের মানবিকতা কি লুকিয়ে থাকে সারি সারি সারি সাজানো নোটের ভিতর?

ভারতে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ ঊর্ধ্বগামী। অসুখটিকে নির্মূল করার জন্য কোনো ওষুধ এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। হার্ড ইমিউনিটি পেতে গেলে জনসংখ্যার ৭০ থেকে ৯০ শতাংশকে রোগ থেকে প্রতিরোধী হতে হবে। ১৩৯ কোটি জনসংখ্যার ভারতে ততদিন অপেক্ষা করতে গেলে দেশ উজাড় হয়ে যাবে। এদিকে বহু মানুষ করোনা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার চেয়ে বাড়ি থেকে কষ্ট পাওয়া, এমনকী মৃত্যুকেও শ্রেয় মনে করছে। একটা খবর দেখলাম, বিত্তশালী দুটি পরিবারের চার সদস্য কোভিড লক্ষণ নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গুণেছেন ৬৭ লক্ষ টাকা। দরিদ্র-মধ্যবিত্ত মানুষের উভয় সংকট। তারা না পারে বেসরকারি হাসপাতালে বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে না, পারে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর ভরসা করতে। মন্ত্রী, নেতা, আমলারা পর্যন্ত কোভিড আক্রান্ত হয়ে বেসরকারি হাসপাতালেই ভর্তি হন।

ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টের তথ্য অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার জিডিপির এক শতাংশের কিছু বেশি (১.৬ শতাংশ) জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যবহার করে। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই বিশ্বে ভারতকে নীচের সারিতে রেখেছে। ন্যাশনাল হেলথ পলিসিতে যেখানে বলা হয়েছে, ২০২২ সালের মধ্যে ভারতের জিডিপি'র ২.৩ শতাংশ জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা হবে। কিন্তু ২০২০ সালের নবম মাসে দাঁড়িয়ে তার কোনোরূপ উদ্যোগের নমুনা পাওয়া যায়নি সরকারের তরফ থেকে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর দেশে প্রায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ নিজেদের স্বাস্থ্যখাতে বিপুল খরচ বহন করে দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যান। কারণ নানা ঘটনা এবং সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে এটাই বোঝা যায় যে ভারতের বেশিরভাগ মানুষেরই সরকারি ব্যবস্থার ওপর ভরসা নেই। এই কারণেই তাঁরা নিজের বা পরিবারের অন্য সদস্যদের চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের চড়া মূল্যের পরিষেবার মাশুল দিচ্ছেন দিনের পর দিন বছরের পর বছর। ভারতের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আর একটি বেহাল দশা উঠে এল বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া তথ্যে। তথ্য অনুযায়ী, প্রতি ১০০০ জন পিছু হাসপাতালে শয্যা রয়েছে ০.৭ টি। রাজ্য অনুযায়ী তা আবার বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন রকম। যেমন কেরলে ১.০৫ টি, তামিলনাড়ুতে ১.১ টি, দিল্লিতে ১.০৫টি, আর পশ্চিমবঙ্গে ২.২৫ টি শয্যা আছে প্রতি ১০০০ জন পিছু। আর প্রতি ১০০০ জন পিছু ০.৮৫৭ জন ডাক্তার আছেন।

তাহলে সমস্যাটা ঠিক কোথায়? সমস্যাট কি সরকারের তরফ থেকেই নাকি সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানের মাথায় বসে থাকা মুনাফালোভী অতি শিক্ষিত কিছু মানুষজন নাকি আমার আপনার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভীরু-স্বার্থপর চরিত্র? করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তির জন্য সারা বিশ্বের নামি চিকিৎসক ও গবেষকরা দিনরাত কঠিন পরিশ্রম করে চলেছেন। আমরা প্রত্যেকেই আশাবাদী যে খুব তাড়াতাড়িই আমরা এর ভ্যাকসিন পেয়ে যাব। কিন্তু এরপরও প্রশ্ন থেকে যাবে বেশ কিছু। ভ্যাকসিনের দাম কত টাকা করা হবে? রাজনৈতিক কোনো বাধা তৈরি হবে না তো সেই ভ্যাকসিন আমদানি করার পথে? ভারতের বাজারে সেই ভ্যাকসিন ঠিকভাবে জোগান দেওয়া যাবে তো? তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, দেশের বিপুল সংখ্যক গরিব মানুষ যাতে এই ভ্যাকসিন পেতে পারে, সেই ব্যবস্থা কীভাবে হবে? নাকি অন্য পাঁচটা সুবিধার মতো এই ভ্যাকসিনও বড়লোকদের কুক্ষিগত হয়ে থেকে যাবে?

করোনা ভাইরাস অতিমারির প্রভাব থেকে আমাদের হয়ত তাড়াতাড়িই মুক্তি মিলবে, কিন্তু সমাজের মধ্যে চেপে থাকা অমানবিকতা, অসহযোগিতা, অস্পৃশ্যতার অসুখ যেভাবে ক্যান্সারের আকার ধারণ করেছে এবং যা সমাজকে ধীরে ধীরে অন্তিমের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তার থেকে মুক্তি কীভাবে মিলবে আমাদের? সংক্রমণ ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ করেনি। কিন্তু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে সমাজের ব্যবচ্ছেদ পেলাম।

হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, রক্তপাত আর লড়াইয়ের ফল হিসাবে ভারতবর্ষ নামের একটি দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল স্বাধীনতা। সারা দুনিয়া দেখেছিল সেই অক্লান্ত লড়াই। পৌনে দুশো বছর ধরে অমানবিকতা অত্যাচার চালিয়ে গেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চরম অমানবিক দখলদারেরা। গান্ধি, সুভাষের মতো লড়াকু নেতাদের নিঃস্বার্তে পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগের ফলস্বরূপ দেশবাসী পেয়েছিল স্বাধীনতা কিন্তু আজ, স্বাধীনতার ৭৩ বছর পর প্রশ্ন জাগে-আমরা কি সত্যিই স্বাধীন?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

চিন-ভারত মুখোমুখি ঃ ভবিষ্যৎ রূপরেখা

পবিত্র রায়

লাদাখের গালোয়ান উপত্যকায় চিন আমাদের দেশের ভেতর গোপনে ডুকে বসে আছে। সেখানে এক হাতাহাতি সংঘর্ষে চিনের বেশ কিছু সেনা নিহত হয়েছে। বিভিন্ন মতে পঞ্চাশ, ছিয়াশি ও তেতাল্লিশ জন চিনা সেনা নিহত হয়েছে। তবে খুব সম্ভবত তেতাল্লিশ সংখ্যাটাই সঠিক। চিনের কতজন সেনার মৃত্যু হল, সেটা নিয়ে খুব বেশি মাথাব্যথা নেই। এই হাতাহাতিতে আমাদের দেশের কুড়িজন জওয়ানও প্রাণ হারিয়েছেন, এটাই দুঃখের কারণ। অবৈধভাবে এসে জমি দখল করে আমার দেশের জওয়ানদের খুন করা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

এবার দু'দেশের বিষয়ে কিছু অতীতের কথা বলতে হয়। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের কিছু বামপন্থী মানুষ ও তাদের শাগরেদরা রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে চিনের সঙ্গে সংঘাত হলে আমাদের দেশকে ওরা পরমাণু বোমা দিয়ে শেষ করে দেবে। ওদের আক্রমণের কাছে আমাদের দেশের সেনারা দাঁড়াতেই পারবে না, সাবমেরিন দিয়ে আমাদের দেশ ঘিরে ফেলেছে ইত্যাদি। এবার প্রথমেই ভারতের ও চিনের সামরিক ক্ষমতার নিরিখে কিছু আলোচনা করব।

ভারত এবং সামরিক ক্ষমতায় কোথায় অবস্থান করছে? চিন সঙ্কট হাজির হাওয়ার পর রাফায়েল বিমান কেনা, এস -৪০০ এর জন্য রাশিয়ার কাছে আকুতি, ইজরায়েল থেকে বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়, মার্কিনীদের কাছ থেকে অত্যন্ত উন্নতমানের সামরিক সরঞ্জম আনয়ন দেখে উল্লশিত কিছু চিনা পঞ্চম বাহিনীর লোক বলতে শুরু করেছে যে ভারত একেবারেই অপ্রস্তুত থাকার কারণে বিপদ দেখে এখন দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে। আসলে কি তাই? ধরা যাক, কোনো দেশই অস্ত্র সরবরাহ করতে রাজি হল না। তাহলে চিন কি হাঁটতে হাঁটতে ভারত দখল করে নেবে? সম্ভব কি? ভারত কি একেবারেই কিছু করেনি বা প্রস্তুত ছিল না? পঞ্চম বাহিনীর লোক জেনে হয়ত হতাশ হবেন যে একটি অস্ত্রও যদি নতুন করে আমদানি না করা হত, তাহলেও ভারতের শরীরে আঁচড় দেওয়ার ক্ষমতা চিনের নেই। তার প্রমাণ পাওয়া যায় এইমত কঠিন সময়ে প্রধানমন্ত্রী শ'খানেক সামরিক অস্ত্র আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা বরাবরের জন্য লাঘু করে দেখে।

এবার ভারতের ডিআরডিও নিয়ে কিছু কথা। ১৯৫৮ সালে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭২০০ বিজ্ঞানী, ১২ হাজার টেকনিক্যাল অফিসার,৬০০০ টেকনিক্যাল রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ৫২টি অত্যাধুনিক প্যাবরেটরি নিয়ে এই সংস্থা আজ শুরু করে।। এই সংস্থা পুরনো অস্ত্রে আধুনিকীকরণ ও নতুন নতুন সমরাস্ত্র নির্মাণ করে। তিন বাহিনীর জন্যই এই সংস্থা অস্ত্র নির্মাণ করে বাহিনীকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে। বর্তমান সময়ে এই সংস্থার তৈরি বেশ কিছু সমরাস্ত্র চিন সীমান্তে মোতায়েনকরা হয়েছে। এটি এখন পৃথিবীর ২নং রিসার্চ সংগঠন। বর্থমানকালে রাশিয়ার তৈরি মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম এর-৪০০ সারা পৃথিবীর এক আলোচ্য বিষয়। চিনের হাতে এই ডিফেন্স সিস্টেম আছে বলে এদের অনেকেই গলাবাজি করেন। মনে পড়ে, বেশ কয়েক বছর আগে দিঘায় এক প্রকাণ্ড আওয়াজ হওয়ায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল? বহু বাড়ি ও হোটেলের কাচ পর্যন্ত শব্দের ধাক্কায় ভেঙে পড়েছিল। কয়েকদিন বাদে সমুদ্র থেকে জেলেদের জালে ইলেকট্রিক তার ও বহু অন্যান্য জিনিস উঠে এসেছিল। ডিআরডিও কোনো কিছু স্বীকার না করলেও ওটা যে অ্যান্টি মিসাইল সিস্টেমের পরীক্ষা ছিল না একথা বলা যায় না শুধু নয়, সে পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছিল বলেই মানতে হয়। আজ সে এস-৪০০ মিসাইলের জন্য উদ্বেগ দেখানো হচ্ছে, সেই মিসাইল জন্য উদ্বেগ দেখানো হচ্ছে সেই মিসাইল পাওয়ার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে ২০১৬ সালে চুক্তি করা হয়, যে চুক্তির তখন বিরোধিতা করেছিল আমেরিকা। এতদিনে যে সেই অস্ত্রে কিছুটাও আমাদের দেশে আসেনি একথা হলফ করে বলা যায় না, তা সে ভারত সরকার ও রাশিয়া যতই আমতা আমতা করুক না কেন।

আমাদের দেশীয় প্রযুক্তির কী পেয়েছি আমরা? ভারতের আছে অ্যাডভান্স এযার ডিফেন্স, আইসিবিএম, পরমাণু শক্তিধর ব্যালেস্টিক মিসাইল, ক্রুজ মিসাইল ইত্যাদি। তার সঙ্গে আছে নিউক্লিয়ার ফায়ার ওয়াল। চিনের পক্ষে এই ফায়ার ওয়াল ভেঙে আক্রমণ করা খুবই শক্ত। বর্তমানকালে যতটুকু জানা যায় তাতে করে চিন ও পাকিস্তানের কাছে এই ফায়ার ওয়াল নেই। ভারতের ডিফেন্স রিসার্চ ২০টি অবিশ্বাস্য অস্ত্র তৈরি করেছে, যার কোনো নির্দেশনা কখনো জানানো হয়নি। ভারতের সব বড় বড় শহরের ৬০ শতাংশের মতো পরমাণু অস্ত্র নিরোধক ছাতার তলায় আনা হয়েছে। ওই ছাতা ভেদ করতে অক্ষম চিনের পরমাণু ফেপনাস্ত্র। এই ছাতার দিকে শত্রু বিমান বা ক্ষেপনাস্ত্র লক্ষ্য করলেই লেশার গাইডেড মিসাইল ধ্বংস করে দেবে বহুদূর থাকতেই। ডিআরডিও-র তৈরি ১২০ মর্টার লাইট ফিল্ড গান, ধনুষ কামান, মেন ব্যাটল ট্যাঙ্ক, তেজস, নাগ মিসাইল প্রভৃতির মোকাবিলা করা চিনের পক্ষে খুব সহজ হয়ে উঠবে না। চিনের বড় গর্বের বিষয় হয় তাঁদের নৌবাহিনীর সাবমেরিনগুলি। শোনা যাচ্ছে, চিন নাকি তাদের সাবমেরিনগুলির একটা বড় সংখ্যার জন্য সমুদ্রের তলায় আশ্রয় বানিয়েছে, যত সম্ভব কথাটা সত্যি নয় বলেই মনে হয়। তা সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে, কোকো আইল্যান্ড, হাম বান টোটো, চট্টগ্রাম, গোয়াদর-যে ঘাঁটিই হোক না কেন, কোনোটাই নিরাপদ নয়। সমস্ত বন্দরের নৌঘাঁটির ফ্রিকোয়েন্সি ডেটা লোড করা আছে ভারতের কিলার নামক ক্ষেপণাস্ত্রে। হ্যাঙ্গার থেকে বেরনোর আগেই শেষ হয়ে যাবে সাবমেরিন।

চিনের এইমত বিশ্বাসঘাকতা করার জন্য চিনা প্রশাসকগণ দায়ী, একথা না মানার কোনো কারণ নেই। তবে শুধু কি চিন দায়ী? নাকি আমাদের দূরদর্শিতা তথা বোকামিও দায়ী? পৃথিবীতে যখন কোনো দেশ চিনকে স্বীকৃতি দেয়নি, তখন বাম বা কমিউনিস্ট শাসিত চিনকে স্বীকৃতি দিয়েছিল সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া নবীন এক রাষ্ট্র ভারত, তারিখ ১ জানুয়ারি ১৯৫০। আগপিছু বিতার না করে এইভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে চিন আমাদের দেশকে ভারত কমিউনিস্ট প্রভাবিত গণতন্ত্র। ফল কী হল। এই ১৯৫০ সালেই চিন দখল করে নিল তিব্বতকে। ১৯৫৪ সালের এক চুক্তিতে নেহরুর ভারত তিব্বতের উপর চিনের অধিকার স্বীকার করে নেয। এর ফলে চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এক বিবৃততে বলেছিলেন, ভারত আমাদের চিরকালের বন্ধু।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মাস্ক না পরায় ভাতিজাকে জরিমানা, চটে লাল দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ খান, পুলিশকে চ্যালেঞ্জ

নিলামবাজার (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করায় মাস্কহীনদের হয়ে নিলামবাজার পুলিশের সঙ্গে দক্ষিণ করিমগঞ্জের এআইইউডিএফ বিধায়ক আজিজ আহমদ খান প্রকাশ্যে দুর্ব্যবহার করে অসম পুলিশকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি মুসলিমদের দেখে দেখে লাটিপেটা করে মাস্ক না পরার জন্য জরিমানা আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে তাঁদের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিধায়ক আজিজ আহমদ খান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে নিলামবাজার থেকে শুরু করে গোটা করিমগঞ্জ জেলায়। আজ শনিবার দুপুরে নিলামবাজারে বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখে মাস্ক না থাকায় তার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করেছিল পুলিশ। বিধায়ক আজিজ খান এতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রকাশ্যে অসম পুলিশকে অপদস্ত করার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। উগ্রমূর্তি ধারণ করে তিনি বলেন, "আমার মাস্ক নেই, পুলিশের বাবার ক্ষমতা থাকলে জরিমানা আদায় বা আটক করে দেখাক।" তবে বিধায়কের এই ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে নিলামবাজার পুলিশের পাশে দাঁড়িয়েছেন সানীয় সচেতন নাগরিককুল। এদিন বিধায়ক খান পুলিশের সঙ্গে গুণ্ডাগিরি দেখানোর পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিতেও ছাড়েননি। বিধায়কের মুখে রহস্যজনক ভাবে বলতে শোনা গেছে, নিলামবাজার পুলিশ নাকি মুসলিমদের দেখে দেখে মাস্ক না পরার জন্য জরিমানা আদায় করার পাশাপাশি লাটিপেটা করছে। এ ধরনের অদ্ভুত অভিযোগ তুলে নিজের ভাতিজার কাছ থেকে পুলিশের জরিমানা আদায় করার ঝাল মিটিয়েছেন বিধায়ক খান। আজকের এই উদ্ভট ঘটনা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছে সাধারণ জনগণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, আইনসভার সদস্য হয়ে বিধায়কের এভাবে আইনভঙ্গের ঘটনা এবং পুলিশের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর অভিযোগ তুললে সমাজের কাছে ভুল বার্তা যাবে। বিধায়ক আজিজ আহমদ খানকে দক্ষিণ করিমগঞ্জের ইতিহাসে সব চেয়ে অকর্মণ্য ও কাণ্ডজ্ঞানহীন বিধায়ক আখ্যা দিয়ে সাধারণ জনতা বলেন, তাঁর কার্যকালে এলাকার উল্লেখযোগ্য কোনও উন্নয়ন হয়নি। এভাবে পুলিশের কাজে একজন বিধায়কের বাধা সৃষ্টির ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি সহ পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য বিধায়কের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবসা গ্রহণের দাবি তুলে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার এবং অসম পুলিশের মহানির্দেশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এলাকার সচেতন নাগরিককুল।নিলামবাজার থানা সূত্রে জানা গেছে, আজ হাবিলদার শওকত আলি কোভিড সংক্রান্ত সতর্কতামূলক পদক্ষেপ অনুযায়ী মাস্ক চেকিং শুরু করেন। তখন জনৈক যুবকের মুখে মাস্ক না থাকায় জরিমানা আদায় করতে গেলে বিপত্তি ঘটে। ওই যুবক নাকি পুলিশের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছে। সে নাকি বিধায়ক আজিজ খানের ভাতিজা বলে দাবি করে পুলিশকে হুমকি দিয়ে বলেছিল, কিছুক্ষণের মধ্যে তোদের বাপ আসছে। যুবকের এ ধরনের হুমকির আধঘণ্টার মধ্যেই বিধায়ক আজিজ আহমদ খান ঘটনাসলে ছুটে এসে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অসম পুলিশ, বিশেষ করে নিলামবাজার থানার পুলিশকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল গালিগালাজ করে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে প্রকাশ্যে বলতে থাকেন, "আমারও মাস্ক নেই, পুলিশের বাবার ক্ষমতা থাকলে জরিমানা আদায় কিংবা আটক করে দেখাক।" পুলিশকে তিনি নানাভাবে হুমকিও দিয়েছেন বলে শোনা গেছে। এদিকে, বিধায়ক আসার আগেই মাস্কহীন যুবকটির কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে দেওয়ায় পুলিশ বিধায়কের সঙ্গে বচসায় যায়নি।

শনিবার আগরতলায় ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুতরা এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

মঙ্গলবার শিলচর মেডিক্যালে ৪০ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ ওয়ার্ডের উদ্বোধন করবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

শিলচর (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী মঙ্গলবার শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৪০ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ ওয়ার্ডের উদ্বোধন হবে। উদ্বোধন করবেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাই তড়িঘড়ি করে আইসিইউ ওয়ার্ডের কাজ শেষ করতে ব্যস্ত প্রশাসন।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. বাবুল বেজবরুয়া জানান, কাজ প্রায় শেষের পথে। পিএম কেয়ার থেকে চারটি ভেন্টিলেটর পাঠানো হয়েছে। এগুলো সংস্থাপনের কাজ ইতিমধ্যে শেষ। তিনি আরও জানান, ২২ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ওয়ার্ডটি উদ্বোধন করার দুদিন আগে থেকে সেনিটাইজ করা হবে। ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে সাধারণ রোগীদের জন্য পুরো ওয়ার্ড খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, জানিয়েছেন হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ বাবুল বেজবরুয়া। তিনি জানান, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডকে করোনামুক্ত করে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়ার ব্যাপারে এ মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়।। তবে চিকিৎসা পরিষেবা আগের মতোই থাকবে এবং প্রয়োজনে করোনা ওয়ার্ডে পরিসর আরও বাড়ানো হবে।

ডা. বেজবরুয়া জানান, হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডের উপরে আরও একটি ফ্লোর বানানো হয়েছে। ওই ফ্লোর সম্প্রতি করোনা মুক্ত হলেও অন্যান্য চিকিৎসার জন্য রোগীদের সেখানে রাখা হবে।

এদিকে ২২ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা কর্তৃক ওয়ার্ডটি উদ্বোধন করা নিয়ে সরেজমিনে তা খতিয়ে দেখতে আজ শনিবার বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য আইসিইউ ওয়ার্ড পরিদর্শন করেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অধ্যক্ষ এবং মেডিক্যাল সুপার। গোটা ওয়ার্ড খতিয়ে দেখেছেন শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়ও।

হেমতাবাদে পুকুর থেকে উদ্ধার নিখোঁজ শিশুর দেহ

হেমতাবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে নিখোঁজ হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর বাড়ি সংলগ্ন পুকুর থেকে তিন বছরের শিশুর দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। শনিবার বিকেলে ওই শিশুর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর নাম রোহিত রায় (৩)। বাড়ি হেমতাবাদ থানার দেহচিতে। শুক্রবার সকাল এগারোটা নাগাদ নিখোঁজ হয়ে যায় ওই শিশু।

খোঁজাখুজি করেও কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। এরপর এলাকার বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়, বাড়ি সংলগ্ন পুকুরে পড়ে মৃত্যু হয়েছে শিশুর।

হেমতাবাদ থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও হদিশ পায়নি। এদিন সকালে বাড়ির সংলগ্ন পুকুর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। একমাত্র ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে দিল্লি থেকে হেমতাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে মৃত শিশুর বাবা ষষ্ঠি রায়। এদিন হাসপাতাল চত্বরে মৃতের কাকা জয়ন্ত রায় বলেন, দীর্ঘ কয়েকদিন ধরেই আমার বৌদিকে ভাইপো বলছিল সে জলে ডুবে মরে যাব। সেই আশঙ্কাটাই সত্যি হল। একই কথা বললেন মৃতের জ্যাঠা শম্ভু রায়। একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে বারবার সংজ্ঞা হারাচ্ছেন মৃত শিশুর মা সাধনা রায়।

২ অক্টোবর থেকে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে ডিয়ার পার্ক

গাজোল, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সরকারি নির্দেশে অবশেষে খুলতে চলেছে মালদা জেলার অন্যতম পর্যটনস্থল আদিনা ডিয়ার পার্ক। করোনা মহামারীর জন্য ১৭ মার্চ থেকে বন্ধ ছিল ডিয়ার পার্ক। ২ অক্টোবর থেকে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে ডিয়ার পার্কের দরজা। যার ফলে পুজোর মরসুমে ভালো জনসমাগমের আশা করছেন বনকর্মীরা। প্রতি বছর এই সময় আদিনা ফরেস্টে বাসা বাঁধে পরিযায়ী পাখির দল। সেই পাখি দেখতে আসেন প্রচুর মানুষ। এবারও নিয়ম করে পরিযায়ী পাখিরা চলে এসেছে। কিন্তু এতদিন সাধারণ মানুষ সেই পাখি দেখা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

ডিয়ার পার্কের দরজা খুলে গেলে আবার পাখি দেখতে আসবেন প্রচুর মানুষ এমনটাও আশা করছেন বনকর্মীরা। ১৬ মার্চ সরকারিভাবে আদিনা ডিয়ার পার্ক বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ১৭ মার্চ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ডিয়ার পার্কের দরজা। ডিয়ার পার্কের মূল ফটকে টাঙানো হয়েছিল সরকারি নির্দেশিকা। যাতে লেখা ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে ডিয়ার পার্ক বন্ধ রাখা হচ্ছে। পরবর্তী সরকারি নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ডিয়ার পার্ক বন্ধ থাকবে। এই নির্দেশের ফলে আশাহত হয়েছিলেন জেলা এবং ভিনজেলার প্রচুর মানুষ। কেননা সপ্তাহান্তে ছুটির দিন বা অন্যান্য দিনে কিছুটা সময় কাটানোর আদর্শ জায়গা ছিল আদিনা ডিয়ার পার্ক। যার ফলে প্রায় প্রতিদিনই সাধারণ মানুষের আনাগোনা লেগেই থাকত এই ডিয়ার পার্কে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির জন্য সমস্ত কিছুই বন্ধ হয়ে যায়। ২ অক্টোবর থেকে ধাপে ধাপে আদিনা ডিয়ার পার্কের মত বনাঞ্চল বা মিনি জু খুলে দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে মালদা জেলার অন্যতম পর্যটনস্থল আদিনা ডিয়ার পার্ক। ডিএফও জানিয়েছেন, সরকারের নির্দেশনামা অনুযায়ী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে খুলে দেওয়া হচ্ছে আদিনা ডিয়ার পার্ক। এর ফলে আবার আগের মত সাধারণ মানুষ করোনা বিধি মেনে ডিয়ার পার্কে প্রবেশ করতে পারবেন।

হলদিবাড়িতে শ্লীলতাহানির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আটক চার যুবক

হলদিবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শুক্রবার রাতে কোচবিহারের হলদিবাড়ি ব্লকের হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দাসপাড়া এলাকায় শ্লীলতাহানির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চার যুবককে আটক করল পুলিশ। এক কিশোরী ও এক যুবতীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় দাসপাড়া এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামানো হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। শনিবার স্থানীয়দের চাপে পড়ে চার যুবককে আটক করে হলদিবাড়ি থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় হেমকুমারীর নামঞ্জিপাড়ার বাসিন্দা এক নাবালিকা ও এক যুবতী বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় পার্শ্ববর্তী গ্রামের কিছু ছেলে তাঁদের পথ আটকায়। হাত ধরে টানাটানি করে বলেও অভিযোগ। মেয়ে দুটির চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে আসতেই পালিয়ে যায় ওই যুবকরা। ঘটনা চাউর হতেই এলাকায় শুরু হয় উত্তেজনা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হলদিবাড়ি থানার পুলিশবাহিনী। পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে বুঝিয়ে শান্ত করে বাড়ি পাঠালেও এলাকায় উত্তেজনা রয়েই যায়। রাতেই হলদিবাড়ি থানায় একটি অভিযোগ করা হয়। এরপর ফের অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে শনিবার সকালে স্থানীয়রা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। এরপরেই জোর তৎপরতা চালিয়ে চারজন যুবককে আটক করে হলদিবাড়ি থানার পুলিশ।

জমি সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য আপলোড হবে পুরসভার ওয়েবসাইটে

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): শহরে নতুন জমি বা ফ্ল্যাট কেনার আগে সেই জমির রেকর্ড ও চরিত্র সম্পর্কে ক্রেতাদের অবহিত করতে কলকাতা পুরসভা শহরের জমি সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য তাদের ওয়েবসাইটে আপলোড করেছে।

পুরভবনে শনিবার প্রশাসকবোর্ডের চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম বলেন, পুরসভার ওয়েবসাইটে গিয়ে জমির ঠিকানা বা এসেসমেন্ট নম্বর লিখলে জমির মিউটেশন সংক্রান্ত

ছয়ের পাতায়

নিউ ইয়র্কে বন্দুকবাজের হামলায় নিহত দুই, আহত অন্তত ১২ জন

নিউ ইয়র্ক, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) :একে করোনার প্রকোপ, এর মধ্যে আশান্তি অব্যাহত আমেরিকায়। ফের বন্দুকবাজের হামলার ঘটনা ঘটল নিউ ইয়র্কে। বন্দুকবাজের হামলার ফলে কমপক্ষে দুজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ১২ জন। ঘটনাটি ঘটেছে নিউ ইয়র্কের রচেস্টার এলাকায়। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা শহরে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে রচেস্টার এলাকার গুডম্যান স্ট্রিট ও পেনসেলভেনিয়া অ্যাভিনিউর কাছে প্রচুর লোক জড়ো হয়েছিলেন। সেসময় একদল বন্দুকবাজ আচমকা সেখানে উপস্থিত মানুষের উপর গুলি চালাতে শুরু করেন। এর ফলে একাধিক মানুষ গুলিবিদ্ধ হন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে ২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে। পাশাপাশি ১২ জনকে জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে খবর, একটি মিটিং উপলক্ষে শুক্রবার রাতে রচেস্টার এলাকার গুডম্যান স্ট্রিট ও পেনসেলভেনিয়া অ্যাভিনিউর কাছে প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। রাত সাড়ে ১২টার সময় ঘটনাস্থল থেকে আচমকা একনাগাড়ে গুলি চালানোর শব্দ শোনা যায়। এর ফলে মানুষ দৌড়াদৌড়ি করছিলেন। পরে পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করে। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া আরও ১৬ জনকে।

বিষয়টিকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়েছে স্থানীয় এলাকা। পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতারর করতে পারেনি। কোনও জঙ্গি সংগঠন এই হামলা পিছনে রয়েছে কিনা তাও জানা যায়নি।

হাইলাকান্দির শিরিসপুর ১৩২/১৩৩ কেভির পাওয়ার গ্রিড স্টেশন শাটডাউন থাকবে রবিবার

হাইলাকান্দি (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রবিবার বিদ্যুৎ বিভাগের হাইলাকান্দি শিরিসপুরে ১৩২/১৩৩ কিলোভলটের গ্রিড স্টেশন ফিডার সম্পূর্ণ শাটডাউন থাকবে বলে জানিয়েছেন আসাম পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিডিসিএল)-এর হাইলাকান্দি বিদ্যুৎ ডিভিশনের অ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার অরুপ পাল।

অ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার অরুপ পাল আরও জানান, লাইনের সংস্কার ও মেরামতির জন্য রবিবার সকাল ৮-টা থেকে দুপুর ১-টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে। তাই ওই নির্দিষ্ট সময়কালে হাইলাকান্দি ও লালা এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকবে। ওই সময়ের মধ্যে কোনও কোনও স্থানে পরিষেবা প্রদান করা হলেও লোডশেডিং থাকবে। তবে এদিনের বিদ্যুৎ পরিষেবা নির্ভর করবে আবহাওয়া পরিস্থিতির উপর। তা-ও জানিয়েছেন অ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার অরুপ পাল।

এপ্রিলের মধ্যেই ভ্যাকসিন পাবেন আমেরিকার সমস্ত নাগরিক : ট্রাম্প

নিউ ইয়র্ক, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) :অনুমোদন পেলেই আমেরিকায় করোনার ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু হবে। আশা করা যাচ্ছে ২০২১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই আমেরিকার সমস্ত বাসিন্দাকে করোনার ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। শুক্রবার এমনটাই ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'প্রশাসনের অনুমোদন পেলেই আমেরিকায় করোনার ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু হবে। প্রতিমাসে কয়েক লক্ষ করে ভ্যাকসিন দেওয়ার মতো প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী বছরের এপ্রিল মাসের মধ্যেই সমস্ত আমেরিকানকে দেওয়ার মত ভ্যাকসিনের ডোজ আমাদের কাছে থাকবে।'

উল্লেখ্য, এর আগে অবশ্য অক্টোবরেই ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়ে যাবে বলে ঘোষণা করেছিলেন তিনি।

নদীর পাড় থেকে আধপোড়া মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

তুফানগঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জ শহরের রায়ডাক শ্মশানে নদীর পাড়ে পরেছিল একটি আধপোড়া মৃতদেহ। তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে পার্শ্ববর্তী এলাকায়। আধপোড়া মৃতদেহটি কুকুর ও কাকে খুবলে খাচ্ছিল বলেও অভিযোগ এনে শনিবার দুপুরে কোচবিহার বক্সিরহাট রুটের ৩১ জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা অবধি চলা অবরোধে জাতীয় সড়কে বহু যানবাহন আটকে পড়ে। প্রচন্ড গরমে নাজেহাল হতে হয় নিত্যযাত্রীদের। জাতীয় সড়কে অবরোধকারীদের হটাতে তুফানগঞ্জ ও বক্সিরহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। দফায় দফায় পুলিশের সাথে অবরোধকারীদের চলে বাক বিতন্ডা। অবশেষে পুলিশ শ্মশান এলাকা জীবাণুমুক্তের পাশাপাশি মরদেহ নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ তুলে নেন অবরোধকারীরা। জানা গিয়েছে, তুফানগঞ্জ শহরের ৬ ওয়ার্ড ও কামাত ফুলবাড়ী এলাকার সংযোগস্থলে রয়েছে রায়ডাক নদীর চর। আর সেই চরকে বেষ্টন করে রয়েছে শ্মশান। এই শ্মশানে স্থায়ী দু'টো শবদাহের ব্যবস্থা রইলেও নদীর চর এলাকায় আরও একটি বাঁশের শবদাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে স্থানীয় মানুষজনের দাবি।অন্যদিকে, এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা শ্মশান এলাকা জীবাণুমুক্ত করার দাবি তোলেন। দাবি পূরণ না হওয়া অবধি জাতীয় সড়ক থেকে তাঁরা এক প্রস্থও নড়বে না বলে হুংকার দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি, এদিন তুফানগঞ্জ থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, দমকল কর্মীদের দিয়ে শ্মশান এলাকা জীবাণুমুক্তের কাজ করা হয়েছে। আধপোড়া মরদেহটির পরীক্ষার জন্য কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মার্গে পাঠানো হয়েছে।

কোচবিহারে নতুন করে করোনা পজিটিভ ১২৬ জন

কোচবিহার, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচবিহার জেলায় নতুন করে ১২৬ জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ল। পাশাপাশি ৯৩ জন সুস্থ হয়ে উঠলেন। কোচবিহারে করোনা সংক্রামিত হয়ে শনিবার একজন মারা গিয়েছেন।

সংক্রামিতদের মধ্যে কোচবিহার সদর মহকুমার ৫১, দিনহাটার ২৮, মাথাভাঙ্গার ১০, তুফানগঞ্জের ৩১ ও মেখলিগঞ্জের ৬ জন রয়েছেন। এই নিয়ে জেলায় মোট সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪,৩৯১। তার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৩,৬৮০ জন। মৃত্যু হয়েছে ২৯ জনের। বর্তমানে অ্যাকটিভ রোগী রয়েছেন ৬৮২ জন। জেলায় কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা ৩১১টি।

চ্যাংরাবান্ধায় দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম ছয়

চ্যাংরাবান্ধা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালেরহাট এলাকায় দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হলেন ছয়জন। শনিবার ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন গোপালের হাটে ময়নগুড়ি-মাথাভাঙ্গা সড়কের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। যাত্রীসহ মারুতি ভ্যান এবং আসবাবপত্র বোঝাই পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। ধাক্কায় পিকআপ ভ্যানটি রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। মারুতি ভ্যানটি রাস্তার পাশে দুমড়েমুচড়ে যায়। স্থানীয়দের সহযোগীতায় আহতদের উদ্ধার করে চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। খবর পেয়ে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পুরো ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন।

পাথারকান্দিতে পুলিশের জালে কুখ্যাত চোর

পাথারকান্দি (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অবশেষে পাথারকান্দি পুলিশের পাতা জালে ধরা পড়ল স্থানীয় কুখ্যাত চোর মানিক আলি (৪০)। আজ শনিবার তাকে রতনপুর গ্রাম থেকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। ধৃতকে আজই করিমগঞ্জের বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, গত দুদিন আগে দোহালিয়া পার্ট ওয়ানের বাসিন্দা তথা মোটর চালক নীলাময় দেবের গাড়ি থেকে একটি ব্যারটারি চুরি হয়েছিল। পরে তিনি বিষয়টি লিখিত ভাবে পাথারকান্দি পুলিশকে অবগত করেন। প্রদত্ত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এক মামলা রুজু করে। সেই সূত্রে দাগি চোর মানিক আলিকে আজ ধরা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পাথারকান্দি থানার ওসি তানবির আহমদ। ওসি আরও জানান, ধৃত মানিক এক দাগি চোর। বেশ কিছুদিন ধরে সে গোটা এলাকা জুড়ে একাধিক চুরি কাণ্ড সংগঠিত করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল।

এবার করোনায় আক্রান্ত লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা

শিলচর (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম বিধান সভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর এবং উধারবন্দের বিধায়ক মিহির কান্তি সোমের পর এবার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কংগ্রেস নেতা রাজদীপ গোয়ালা। কাছাড় জেলার তৃতীয় বিধায়ক হিসেবে পজিটিভ হলেন রাজদীপ গোয়ালা। করোনার উপসর্গ দেখা দেওয়ায় তিনি পরীক্ষা করিয়েছিলেন। পরীক্ষার রেজাল্ট পজিটিভ আসে।

বিধায়ক রাজদীপ শিলচরের ভ্যালি হাসপাতালে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করিয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো আছে বলে জানা গেছে। স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শে তিনি বাড়িতেই আইসোলেশনে থেকে চিকিৎসাধীন থাকবেন।

উল্লেখ্য, এর আগে কাছাড় জেলার সোনাইয়ের বিধায়ক তথা অসম বিধান সভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর এবং উধারবন্দের বিজেপি বিধাষক মিহির কান্তি সোম করোনা ভাইরাসে হয়েছিলেন। উভষেই সুস্থ হয়েন। এদিকে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির বিধাষক কৃষ্ণেন্দু পাল এবং রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকারও করোনায় সংক্রমিত হয়েছিলেন। তাঁরাও বর্তমানে সুস্থ।

করোনায় আক্রান্ত ছত্রিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথা ছত্রিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং। এক টুইট বার্তায় নিজেই এই খবর দিয়েছেন।

টুইট বার্তায় রমন সিং লিখেছেন যে তিনি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ।শরীরে করোনা রোগের প্রাথমিক লক্ষণ মেলায় পরীক্ষা করেছিলেন ।পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে ।বিগত কয়েক দিনে তার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের একান্তবাসে যেতে বলেছেন তিনি। কিছুদিন আগে রমন সিং এর স্ত্রী বীণা সিং করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতীয় রাজনীতিতে একাধিক দিকপাল নেতা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এবং সুস্থ হয়ে উঠেছেন ।এদের মধ্যে রয়েছেন অমিত শাহ, সম্বিত পাত্রর মত নেতারা।

জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যবসাকে চাঙ্গা করতে আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা

শ্রীনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নকে সফল করে তোলার জন্য শনিবার জম্মু-কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলের জন্য ১৩৫০ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরে আর্থিক অবস্থা দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে। ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে এই প্যাকেজ ঘোষণা করে তৃপ্ত। এতে করে ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন সফল হবে। রাজভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরাজ্যপাল জানিয়েছেন, করোনা সংকটের কারণে আর্থিক দুরবস্থা মুখোমুখি জম্মু ও কাশ্মীর। এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাণিজ্য ও ব্যবসাকে সচল করার জন্য এই আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করা হলো। এতে করে উপকৃত হবে উপত্যকার ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি আগামী এক বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবং জল করে ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পরিবহন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত চালক, অটোচালক, হাউসবোট এর মালিকদের জন্য প্যাকেজ ঘোষণা করা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। শীঘ্রই এই বিষয়ে ঘোষণা করা হবে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

এবার রণবীর প্রেম করবেন শ্রদ্ধার সঙ্গে

রণবীর কাপুরের সঙ্গে শ্রদ্ধার রোমান্স নিয়ে এ মুহূর্তে বিটাউন সরগরম। অচিরে তাঁরা একে অপরের প্রেমে ভাসবেন বলে জোর খবর। জানা গেছে, লাভ রঞ্জন তাঁর আগামী ছবিতে রণবীর ও শ্রদ্ধা কাপুরকে জুটি হিসেবে আনতে চলেছেন। প্রথম এ জুটিকে বড় পর্দায় রোমান্স করতে দেখা যাবে।

'প্যায়ার কা পঞ্চনামা', 'সোনু কে টিটু কি সুইটি'খ্যাত পরিচালক লাভ রঞ্জন দর্শককে নতুন চমক দিতে চলেছেন। প্রথমবার তিনি পর্দায় আনতে চলেছেন এক নতুন রোমান্টিক জুটিকে। এই পরিচালক মনে করেন, দর্শক রণবীর-শ্রদ্ধা জুটিকে পছন্দ করবে।

আগস্টে এ ছবির শুটিং শুরু করার কথা ছিল পরিচালক লাভ রঞ্জনের। কিন্তু করোনার কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে এবার শিগগির শুটিং শুরু করবেন নির্মাতারা। খবর অনুযায়ী, নভেম্বরে রণবীর আর শ্রদ্ধা মুম্বাইয়ে এ ছবির শুটিং শুরু করবেন। তবে এ পর্যায়টা পরীক্ষামূলকভাবে দেখা হবে। সেটে করোনা—সংক্রান্ত সব ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা হবে বলে জানা গেছে।

মুম্বাইয়ের পর টানা শুটিংয়ের জন্য এ ছবির পুরো দল পাড়ি জমাবে স্পেনে। শোনা গেছে, লাভ রঞ্জনের এ ছবি রোমান্টিক-কমেডি ধাঁচের। শ্রদ্ধাকে এ ছবিতে খাদ্য পরিবেশিকা হিসেবে দেখা যাবে। ছয় মাসের মধ্যে এ নাম ঠিক না হওয়া ছবিটির শুটিং শেষ করবেন লাভ রঞ্জন। আগামী বছর এপ্রিলের মধ্যে তাঁরা শুটিং সম্পূর্ণ করবেন। টি-সিরিজের ব্যানারে ভূষণ কুমার ছবিটি উপস্থাপনা করবেন।

রণবীরকে এবার দেখা যাবে ধর্মা প্রোডাকশনের 'ব্রহ্মাস্ত্র' ছবিতে। অয়ন মুখার্জি পরিচালিত এ ছবিতে প্রথমবার এই 'রকস্টার' তারকা পর্দা ভাগ করবেন প্রেমিকা আলিয়া ভাটের সঙ্গে। এ ছাড়া রণবীরকে দেখা যাবে যশরাজ ফিল্মসের 'শামসেরা' ছবিতে।

রণবীর আর আলিয়ার প্রেম এ মুহূর্তে বলিউডপাড়ার সবচেয়ে আলোচিত প্রেমগুলোর একটি। রণবীরের বড় বোন রিধিমার কাছ থেকে উপহার পেয়েছেন আলিয়া। নিয়মিত হাজির হন কাপুরদের পারিবারিক নৈশভোজে। আর রণবীর কাপুরের মা নিতু সিংয়ের সঙ্গে এখন থেকেই ভাব জমিয়ে ফেলেছেন এই নায়িকা। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে নিতুকে 'মা' বলে ডেকেছেন আলিয়া।

কথা ছিল, ঋষি কাপুর আরেকটু সুস্থ হলে ২০২০ সালেই বিয়ে করবেন রণবীর আর আলিয়া। কিন্তু এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেল করোনাকাল। আর করোনাকালে ক্যানসারে আক্রান্ত ঋষি কাপুর চিরতরে চলে গেলেন। লকডাউনে দীর্ঘ সময় এক ছাদের নিচেই কাটিয়েছেন রণবীর আর আলিয়া। ২০২১ সালে বিয়ে করতে পারেন এ জুটি। অবশ্য শর্ত প্রযোজ্য। তত দিন যদি সম্পর্কটা টিকে থাকে কিনা, এমনটাও কথা হচ্ছে! কেননা, এরই মধ্যে দুবার তাঁদের ব্রেকআপের খবর ছড়িয়েছিল।

লকডাউনের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছেন রাধিকা

বেশ হালকা মেজাজে লকডাউন পর্ব কাটিয়েছেন বলিউড তারকারা। রাধিকা আপ্তেও সেই দলে। তবে চুপচাপ বসে ছিলেন না তিনি। অর্থপূর্ণ সব কাজ করে নিজেকে ঝালিয়ে নিয়েছেন। করোনার পর নতুন রূপে, নতুন পরিচয়ে তিনি সামনে আসবেন। এ জন্য লকডাউনকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছেন তিনি।

লকডাউনে ভারতেই ছিলেন না রাধিকা। এখনো আছেন জীবনসঙ্গী, মিউজিশিয়ান বেনেডিক্ট টেইলরের সঙ্গে যুক্তরাজ্যে। তবে দেশ থেকে দূরে থাকলেও কাজ থেকে দূরে ছিলেন না। মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকে নানাভাবে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন তিনি। মেতে ছিলেন নানা সৃষ্টিশীল কাজে। বলা চলে গৃহবন্দী অবস্থাটিকেও পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন তিনি।

কী কী করেছেন তিনি? ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদের জন্য ফটোশুট করেছেন। লিখেছেন রোমাঞ্চকর বেশ কিছু চিত্রনাট্য। ঘরে থাকা মানেই কলম ধরার উপযুক্ত সময়। শুটিংয়ের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেলে সেই সুযোগ তিনি পাবেন না।

রাধিকা মনে করেন, তাঁর ব্যক্তিগত অভিধানে 'অসম্ভব' শব্দটি নেই। তাই যেকোনো চ্যালেঞ্জ নিতে সর্বদা প্রস্তুত তিনি। শুধু পর্দায় নয়, পর্দার বাইরেও নানা চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন রাধিকা। লকডাউনে নিজের চুল নিজেই কেটেছিলেন। নামকরা এক সাময়িকীর প্রচ্ছদের শুট করতে গিয়ে নিজের মেকআপ থেকে হেয়ারস্টাইলসবটা নিজ হাতেই করেছিলেন। তো এরপরের চ্যালেঞ্জ কী? পরিচালক হিসেবে দারুণ কিছু করতে চান রাধিকা। ইতিমধ্যে 'দ্য স্লিপওয়াকারস' নামের এক স্বল্পদৈর্ঘ্য দিয়ে পরিচালক হিসেবে অভিষেক হয়েছে তাঁর। বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতেছে ছবিটি। সামনে তিনি আরও ছবি পরিচালনা করতে চান।

অভিনেত্রী হিসেবে রাধিকার বাংলা চলচ্চিত্র 'অন্তহীন' ভীষণ সমাদৃত হয়। পরে স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি 'অহল্যা'য় তাঁর অনবদ্য অভিনয় তাঁকে ভীষণভাবে পরিচিতি এনে দেয়। পরে একে একে 'মাঝি: দ্য মাউন্টেন ম্যান', 'স্যাকরেড গেমস', 'লাস্ট স্টোরিজ', 'প্যাডম্যান', 'পার্চড', 'আন্ধাধুন' করে তারকা শিল্পীর মর্যাদা লাভ করেন তিনি। শিগগিরই নিজের লেখা চিত্রনাট্যে সিনেমা পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত রাধিকা আপ্তে।

নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীত শুনছেন আয়ুষ্মান

বাঙালি কৃষ্টি, সংস্কৃতি, রসনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছেন আয়ুান খুরানা। এমনকি বলিউডের এই পাঞ্জাবি অভিনেতা নিজেকে ষোলোআনা বাঙালি ভাবছেন। 'মেরি প্যায়ারি বিন্দু' ছবির পর থেকেই বাঙালিয়ানার প্রেমে পড়েছেন বলিউডের এই হিরো।

'মহালয়া' উপলক্ষে বিশ্বের সমগ্র বাঙালি জাতির উদ্দেশে শুভকামনা জানিয়েছেন আয়ুষ্মান। এমনকি বাংলাতে একটি বাক্যও লিখেছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই বলিউড তারকা তাঁর বাঙালি অনুরাগীদের উদ্দেশে লিখেছেন, 'সারা বিশ্বের বাঙালিকে জানাই শুভ মহালয়ার শুভেচ্ছা। আশা করি, আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সকলের জীবন আনন্দে ভরে উঠুক। উৎসবের এই মৌসুম সবাই উপভোগ করুন।'

যশরাজ ব্যানারের 'মেরে প্যায়ারে বিন্দু' ছবিতে আয়ুষ্মানকে শহুরে বাঙালি তরুণ অক্ষয় রায়ের চরিত্রে দেখা গেছে। আর এই ছবির পর থেকে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে এক গভীর আত্মিক সংযোগ গড়ে ওঠে এই বলিউড নায়কের। এমনকি মনেপ্রাণে তিনি নিজেকে বাঙালি ভাবতে শুরু করেন।

এ প্রসঙ্গে আয়ুষ্মান বলেন, 'আমি অন্তর থেকে নিজেকে একজন বাঙালি মনে করি। আমি জন্মেছি পাঞ্জাবি পরিবারে। কিন্তু আমার সমগ্র সত্তাজুড়ে বাঙালিয়ানা। বাঙালির সঙ্গে আমার এক গভীর আত্মিক সংযোগ আছে। সত্যি বলছি, আমি মন থেকে সে রকমই অনুভব করি। বেশ কিছুদিন ধরে আমি রবীন্দ্রসংগীত শুনছি। গাওয়ারও চেষ্টা করছি। ধীরে ধীরে আমি বাঙালি সংস্কৃতির প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। সমগ্র বাংলা শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, রসনায় সমৃদ্ধ। আমি সত্যি বাংলার প্রেমে মগ্ন।'২০১৮ থেকে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয়ুষ্মানের প্রতিটি সিনেমা হিট। বলিউডে এ রকম ঊর্ধ্বগামী গ্রাফের আরেক তারকা খুঁজে পাওয়া দায়। তাঁকে শেষবার দেখা গেছে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে। 'গুলাবো সিতাবো' সিনেমায়।

রিয়া, সারা, শ্রদ্ধার সঙ্গে নির্জন দ্বীপে পার্টি করতেন সুশান্ত

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর থেকে নতুন নতুন রহস্যের জট খুলছে। মৃত্যুর তদন্তের জেরে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো বলিউড তারকার নাম উঠে আসছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর (এনসিবি) তদন্তে উঠে এসেছে, মাদক-কাণ্ডে বিটাউনের অনেক রাঘববোয়ালের নাম।

ইতিমধ্যে সুশান্তের প্রেমিকা রিয়া চক্রবর্তী, তাঁর ভাই শৌভিকসহ আরও অনেককে গ্রেপ্তার করেছে এনসিবি। ব্যুরোর তদন্তে সারা আলী খান, রাকুল প্রীত সিং, পরিচালক মুকেশ ছাবড়া, ডিজাইনার সিমোন খামবাটার নাম উঠে এসেছে। এবার জানা গেছে, সারা, রিয়ার সঙ্গে শ্রদ্ধাও সুশান্তের ব্যক্তিগত পার্টিতে হাজির থাকতেন।

সুশান্তের লোনাভোলা ফার্মহাউসের অনেক কীর্তিকলাপ উঠে আসছে এনসিবির তদন্তের মাধ্যমে। এই ফার্মহাউসের ব্যবস্থাপক রইস এবং স্থানীয় নৌকাচালক জগদীশ দাস সুশান্তের জীবনের বেশ কিছু অন্ধকার দিক তুলে ধরেছেন। স্থানীয় নৌকাচালক জগদীশ দাস এনসিবির জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, সুশান্ত এক দ্বীপে গিয়ে প্রায়ই পার্টি করতেন। আর এই পার্টিতে উপস্থিত থাকতেন সারা আলী খান, রিয়া চক্রবর্তী, শ্রদ্ধা কাপুরসহ সুশান্তের ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু। জায়েদ বিলাত্রার মতো কুখ্যাত ড্রাগ সরবরাহকারীও এসব পার্টিতে উপস্থিত হতেন। এই নৌকাচালকের দাবি, এসব পার্টিতে সাধারণত গাঁজা আর মদের আসর চলত। এনসিবি এখন লোনাভোলায় গিয়ে মাদক-সম্পর্কিত আরও নানা তথ্য খুঁড়ে বের করেছে। সম্প্রতি এই সংস্থা সুশান্তের লোনাভোলা ফার্মহাউসে গিয়ে তল্লাশি চালায়।লোনাভোলা ফার্মহাউসের ম্যানেজার রইস বেশ কিছু অবাক করা তথ্য ফাঁস করেছেন। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে রইস এই ফার্মহাউসের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন। এনসিবিকে তিনি বলেছেন, সুশান্ত তাঁর কাছের বন্ধুবান্ধবসহ সারা আর রিয়ার সঙ্গে এখানে পার্টি করতেন। এই পার্টিতে স্মোকিং কাগজ ব্যবহার করা হতো। রইস আরও জানিয়েছেন, লকডাউনের আগে সুশান্ত সপ্তাহে একবার বা দুবার ফার্মহাউসে আসতেন।

এবার ঊর্মিলাকে 'পর্নো তারকা' বললেন কঙ্গনা

বলিউড তারকা কঙ্গনা রনৌত দিনে দিনে স্বয়ং একটা শব্দবোমায় পরিণত হয়েছেন। তিনি থামছেনই না। একটা দিনের জন্যও চুপ থাকছেন না। অনলাইন দুনিয়ার প্রতিদিনই নিত্যনতুন মন্তব্য ছাড়েন, অনেকে সে মন্তব্যকে 'প্রলাপ' বলেও বিবেচনা করেন। আর সেই 'প্রলাপ' নিয়ে আলাপ ছড়িয়ে পড়ে। এবার তাঁর কটু মন্তব্যের তির একসময়ের বলিউড তারকা ঊর্মিলা মার্তন্ডকারকে নিয়ে। এবার অবশ্য ইটটা ছুড়েছেন ঊর্মিলাই। ঊর্মিলা কটাক্ষ করেন কঙ্গনার রাজ্য 'হিমাচল প্রদেশই মাদকের জন্মস্থান'। পাটকেল হিসেবে কঙ্গনা তাঁকে পর্নো তারকা বলতেও এতটুকু দ্বিধা করেননি। 'আমি রীতিমতো যুদ্ধ করছি সময়ের সঙ্গে। আর তিনি আমার এই যুদ্ধ নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। তিনি কে? তিনি তো পর্নো তারকার মতো (সফট পর্নো স্টার) কী করেছেন জানি আমরা।'

ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাতারে গতকাল বুধবার ঊর্মিলা বলেন, 'সারা দেশে মাদকের সমস্যা। তিনি (কঙ্গনা) কি জানেন হিমাচল মাদকের জন্মস্থান? তাঁর উচিত নিজের রাজ্য থেকে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা।' ব্যস, যেন ইট পড়ল কঙ্গনার মাথায়। জবাব তো তাঁর কাছে তৈরিই থাকে। আরেকটি ভারতীয় গণমাধ্যম টাইমস নাউকে সাক্ষাৎকার দেন। সেখানে তিনি বলেন, 'আমি রীতিমতো যুদ্ধ করছি সময়ের সঙ্গে। আর তিনি আমার এই যুদ্ধ নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। তিনি কে? তিনি তো পর্নো তারকার মতো (সফট পর্নো স্টার) কী করেছেন জানি আমরা।'

কঙ্গনা আরও বলেন, বললে খারাপ শোনাবে হয়তো, ঊর্মিলাকে কেউ তাঁর অভিনয় মুনশিয়ানার জন্য চেনে না, তাঁকে মানুষ চেনেন 'সফট পর্নো' অভিনেত্রী হিসেবে। ঊর্মিলার যদি নির্বাচন করতে পারেন, আমিও নির্বাচনে সহজে দাঁড়াতে পারি।'

কঙ্গনা আর জ্যেষ্ঠ অভিনেত্রী ঊর্মিলা এবং সমকালীন তারকা কঙ্গনার এই বাগ্‌যুদ্ধে বলিউডের অন্য তারকাদের বেশির ভাগই ঊর্মিলার পক্ষ নিয়েছেন। অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর টুইট করেন, 'ঊর্মিলাজি, আমার এখনো মনে আছে "রঙ্গিলা", "জুদাই", "দৌড়","মাসুম", "চমৎকার", "সত্যা", "ভূত", "কৌন", "জঙ্গল", "পেয়ার তুনে ক্যায়া কিয়া", "তাহজিব", "পিঞ্জর", "এক হাসিনা থি"র মতো অনেক সিনেমায় আপনার দারুণ অভিনয়। আপনার অভিনয় দক্ষতার কোনো জবাব নেই। জবাব নেই আপনার নাচের। অনেক ভালোবাসা।'

অন্যদিকে 'থাপ্পড়' পরিচালক অনুভব সিনহা একই দিন ঊর্মিলার সমর্থনে টুইট করেন। লিখেছেন, 'মনে হলো এই কথাটা বলা উচিত। আপনি বলিউডের অন্যতম সেরা সুন্দরী, সুরুচিপূর্ণ আর ভাবপ্রবণ অভিনেত্রী, অনেক ভালোবাসা।'যখন বেশির ভাগ বলিউড তারকা কঙ্গনার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, ঠিক তখনই অর্থাৎ গতকাল বুধবার কঙ্গনার অভিনয়ের প্রশংসা করলেন পরিচালক বিক্রম ভাট যখন বেশির ভাগ বলিউড তারকা কঙ্গনার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, ঠিক তখনই অর্থাৎ গতকাল বুধবার কঙ্গনার অভিনয়ের প্রশংসা করলেন পরিচালক বিক্রম ভাটইনস্টাগ্রাম অন্যদিকে হৃতিকের সাবেক স্ত্রী সুজানের বোন ডিজাইনার ফারহা খান আলী টুইট করেন, 'আভিজাত্য চিরকালীন, তা কখনোই ফালতু চিতার করে না। এভাবেই চকমক করতে থাকো।'

'স্বাধীন দেশে প্রত্যেকের মত প্রকাশের অধিকার আছে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, যদি আমি এই খেলায় লুজ বল ফেলি, তাহলে ছক্কা আমাকে হজম করতেই হবে। কঙ্গনার মতো মানুষ নিজের মত নিজের কাছে না রেখে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেন। কিন্তু আজ তিনি রাজনীতিকে টেনে এনেছেন, কাজেই তাঁর বিরুদ্ধেও পলিটিকসের উল্টো চাল কেউ দেবেন নাএমন তো হতে পারে না।'

যখন বেশির ভাগ বলিউড তারকা কঙ্গনার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, ঠিক তখনই অর্থাৎ গতকাল বুধবার কঙ্গনার অভিনয়ের প্রশংসা করলেন পরিচালক বিক্রম ভাট। জানালেন কঙ্গনার নিজের মত প্রকাশ করার পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম নব ভারত টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিক্রম বলেন 'কঙ্গনা নিঃসন্দেহে একজন বড় অভিনেত্রী। আর তিনি তা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছেন। হয়তো কদিন পরে নিজের বায়োপিকও বানাবেন।' বিক্রম বলেন, 'স্বাধীন দেশে প্রত্যেকের মত প্রকাশের অধিকার আছে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, যদি আমি এই খেলায় লুজ বল ফেলি, তাহলে ছক্কা আমাকে হজম করতেই হবে। কঙ্গনার মতো মানুষ নিজের মত নিজের কাছে না রেখে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেন। কিন্তু আজ তিনি রাজনীতিকে টেনে এনেছেন, কাজেই তাঁর বিরুদ্ধেও পলিটিকসের উল্টো চাল কেউ দেবেন নাএমন তো হতে পারে না।'

১৪ জুন সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর থেকেই নানা মন্তব্য করে সংবাদ শিরোনাম হচ্ছেন কঙ্গনা। শুরু থেকে বলিউড মাফিয়াদের চক্রান্তের দিকে আঙুল তুলে আসছেন। একাধিক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি জানিয়েছেন, বহিরাগত হওয়ার কারণেই অবসাদের শিকার হয়েছিলেন সুশান্ত। এ ছাড়া অভিনেতার বাবা রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার পর রিয়া তাঁর সাক্ষাৎকারে আত্মপক্ষ সমর্থন করে জবানবন্দি দেন। এর পরেই কঙ্গনা টুইটে জানিয়েছিলেন, 'রিয়া এবং মহেশের মতো শকুনেরাই সুশান্তকে শেষ করে দিয়েছে।'

শনিবার আগরতলায় ডিএসইউ'র উদ্যোগে শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

দক্ষিণ শালমারায় মৃত ব্যক্তির নামে জবকার্ড !

ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতি করে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, গ্রেফতার পঞ্চায়েত সভাপতি-সচিব সহ চার

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার দক্ষিণ শালমারা থানা এলাকার দক্ষিণ শালমারা, টুমনি এবং শেবলটারি গ্রাম পঞ্চায়তে মৃত ব্যক্তির নামে ভুয়ো জবকার্ড বানিয়ে জালিয়াতি করে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করার বিস্ফোরক অভিযোগের ভিত্তিতে আজ শনিবার পুলিশ দুই পঞ্চায়েত সভাপতি এবং দুজন পঞ্চয়েত সচিব সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে।

উল্লেখ্য, জনতা উন্নয়নের জন্য নিজেদের মূল্যবান ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের। কিন্তু জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এমন নির্লজ্জ কাণ্ডে দক্ষিণ শালমারা বিধানসভা এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে একাংশ পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং সচিবরা মৃত ব্যক্তির নামে জবকার্ড বানিয়ে ভুয়ো ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করছেন। আজ পুলিশ দক্ষিণ শালমারার পঞ্চায়েত সচিব আব্দুল লতিফ সরকার (৫৩), টুমনি গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি আজিজুর রহমান আহমেদ (৪৭), সচিব আব্দুল বাসিত শেখ (৫২), শেবলটারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি নিজিমুল হক প্রধানিকে (৩৯) গ্রেফতার করেছে। টুমনি গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি এবং সচিব পঞ্চায়েতের অধীনস্থ রাজাবালা ফেরশাটারি গ্রামের একাংশ মৃত ব্যক্তির নামে বিদ্যমান জবকার্ডের সুবিধাভোগীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট নিজেরা ব্যবহার করে দীর্ঘদিন থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করে আসছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ২২ জুলাই একাংশ সুবিধাভোগী এবং মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনরা দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার পুলিশ সুপার কঙ্কনজ্যোতি শইকিয়ার কাছে অভিযোগপত্র দাখিল করেছিলেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে দক্ষিণ শালমারা থানার পুলিশ ২০ আগস্ট ব্যাঙ্কের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের সিএসপির স্বত্বাধিকারী মফিজুর রহমানকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। তখন থেকেই উক্ত অভিযুক্ত কয়েকজন পলায়ন করেছিল।গোপন সূত্রের ভিত্তিতে দক্ষিণ শালমারা থানার পুলিশ আজ কাকভোরে চার অভিযুক্তকে কোকড়াঝাড় থেকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। ধৃত চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দক্ষিণ শালমারা থানায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪০৩ / ৪০৬ / ৪০৯ / ৪১৯ / ২৯৪ / ৫০৬ / ৩৪ ধারায় ২৬৭/২০২০ নম্বরে মামলা রজু করা হয়েছে।

দক্ষিণ শালমারা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অতুল রায় প্রধানি জানিয়েছেন, দক্ষিণ শালমারা বিধানসভা ক্ষেত্রের একাংশ পঞ্চায়েতে এ ধরনের অপরাধজনিত ঘটনায় একাংশ পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং সচিব জড়িত আছেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আরও কয়েকজন অভিযুক্ত গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে ওসি জানিয়েছেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, দক্ষিণ শালমারা বিধানসভা কেন্দ্রের মতোই মানকাচরের একাংশ পঞ্চায়েতের সিএসপি এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও সচিব মিলে জবকার্ড জালিয়াতি করে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। অথচ মানকাচরের পুলিশ তথা জেলা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট প্রতারক সিএসপি এবং পঞ্চায়েত সভাপতি ও সচিবদের জালিয়াতির মতো বেআইনি কাজে লাগাম টানতে কোনও পদক্ষেপ না নিয়ে নীরব ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। এতে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে।

নতুন করে ৩১৮৮ বেড়ে পশ্চিমবঙ্গে মোট করোনা আক্রান্ত ২ ১৮,৭৭২জন

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও একইসঙ্গে বাড়ছে সুস্থতার হার। গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩১৮৮ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৯৯৩জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৬.৯৬ শতাংশ। ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ৫৬জন। রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৪, ৬৪৮জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ১৮হাজার ৭৭২জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১লাখ ৯৩হাজার ১৪ জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪২৯৮জনের। শনিবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ৫৪৩ টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯হাজার ৬১৩টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৮৪ জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৪৩, ৮৪৯জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৫৬৬জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪১৯৮জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০১জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৫২০জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৫হাজার ৫৬৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৭লাখ ৪৪হাজার ৮৬২টি। এখন রাজ্যে ৭৭টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

সোনামসজিদ বন্দর দিয়ে ফের পেঁয়াজ আমদানি শুরু

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৯।। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে ফের পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে। শনিবার থেকে এ আমদানি শুরু হয়েছে। বন্দরটিতে এদিন ভারতের মহদীপুর স্থলবন্দর থেকে সাতটি পেঁয়াজভর্তি ট্রাক প্রবেশের কথা রয়েছে। এ তথ্য জানিয়েছেন সোনামসজিদ স্থলবন্দর কাস্টমসের সহকারী কমিশনার সাইফুর রহমান।

তিনি বলেন, গত সোমবারের আগের এলসি করা সাতটি পেঁয়াজভর্তি ট্রাক শনিবার সোনামসজিদ স্থলবন্দরে প্রবেশ করবে। এ ব্যাপারে মহদীপুর সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী ভূপতি মন্ডল জানান, আগের এলইও করা অর্ডারের সাতটি পেঁয়াজভর্তি ট্রাক সোনাসজিদ স্থলবন্দরে যাবে।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর নতুন করে কোনো আমদানি অর্ডার না নেয়ায় ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। ভারত সরকারের হঠাৎ এ সিদ্ধান্তের কারণে গত ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন হাট-বাজারে বর্তমানে ৬০ টাকা থেকে ৭০ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে।

বহু দিন যাবৎ প্রায় স্থগিত রহিয়াছে স্বাভাবিক লেখাপড়া, পরীক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপরাপর ক্রিয়াকলাপ। তন্মধ্যে কেবল সাড়ম্বরে আয়োজিত হইল জেইই ও নিট পরীক্ষা। জেইই-তে বসিতে পারিলেন না দুই লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী, নিটে অনুপস্থিতির হার প্রায় ১৫ শতাংশ। উক্ত সঙ্কট অননুমেয় ছিল না। একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন পরীক্ষা আয়োজনের বিরোধিতা করিয়াছিল, কেন্দ্রীয় সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করিয়াছিল ছয়টি রাজ্য সরকার। শেষাবধি সরকার বা আদালত তাহা বিবেচনা করে নাই, পরীক্ষা হইতেই হইল। আদালতের রায় শিরোধার্য, কিন্তু প্রশ্ন হইল, এই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ঠিক হইল কি? বর্তমানে দেশের সকল শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আংশিক ভাবে চলিতেছে। দেশে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা যখন সর্বাধিক, তখন এত বড় পরীক্ষার আয়োজন বহু মানুষের অসুবিধা ঘটাইল। জীবনের ঝুঁকি লইয়া পথে নামিতে বাধ্য হইলেন পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

এই পরীক্ষার্থীরা গত ছয় মাস বহুলাংশে স্বাভাবিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন। অনেকেই লেখাপড়ার কেন্দ্র ছাড়িয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, হয়তো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হইলে আবার আসিতেন। কিন্তু ঊর্ধমুখী সংক্রমণের হার এবং গণপরিবহণের অপ্রতুলতার ভিতরেই পরীক্ষা আয়োজিত হওয়ায় তাঁহাদের উপর এক অনাবশ্যক চাপ সৃষ্টি হইল। বর্তমান ইন্টারনেট-নির্ভর শিক্ষায় যে ছাত্রছাত্রীরা ভৌগোলিক বা আর্থিক বা অন্য কোনও কারণে পিছাইয়া আছেন, এই মুহূর্তে পরীক্ষা কি তাঁহাদের জন্য অসম প্রতিযোগিতা নহে? সামগ্রিক চিত্র বলিবে, পরীক্ষা ন্যূনাধিক সুষ্ঠু ভাবে আয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু পরিসংখ্যান শুধু একটি সমষ্টিগত চিত্র অঙ্কন করে ব্যক্তির সমস্যা তাহাতে ধরা পড়ে না। যে ১৫ ছাত্রছাত্রী নিট দিতে পারিলেন না, তাঁহাদের জীবনপ্রবাহের পথপরিবর্তনের হিসাব রাখিবে কোন পরিসংখ্যান? তামিলনাড়ুতে তিন নিট পরীক্ষার্থীর আত্মহনন বলিয়া দেয়, পরীক্ষার আয়োজন ছাত্রছাত্রীদের একাংশকে কী ভাবে বিপন্ন করিয়াছে। অভিযোগ, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পরীক্ষার চাপেই তাঁহারা আত্মহত্যা করিয়াছেন। যাঁহারা পরীক্ষায় বসিলেন, তাঁহাদেরও অভিজ্ঞতা সুখকর নহে। কেহ দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া আট ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়াছেন, কেহ বা দুপুরে পরীক্ষা দিবার জন্য সারা রাত্রি যাত্রা করিয়াছেন, কেহ আবার এক দিন পূর্বেই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাইয়া অপেক্ষার প্রহর গনিয়াছেন। বিহারের দারভাঙা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এক যুবক, সম্পূর্ণ একটি দিন সময় লাগিয়াছিল, মাত্র দশ মিনিট বিলম্ব হওয়ায় পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকিবার অনুমতি পান নাই। বিস্মৃত হইবার পূর্বেই এই বিপদসমূহ বিবেচনা করা বিধেয়। কেননা, যাহা ঘটিল তাহা দুর্ভাগ্যজনক।

পরীক্ষা এবং লেখাপড়ার প্রক্রিয়া স্বাভাবিক করা জরুরি, কিন্তু জেইই-নিট পরীক্ষার ক্ষেত্রে সদিচ্ছা অপেক্ষা গুরুত্ব পাইয়াছিল অনমনীয় রাজনৈতিক জেদ। আর পাঁচটি বিষয়ের ন্যায় এই পরীক্ষাও শেষ অবধি কেন্দ্র বনাম বিরোধী দল-শাসিত রাজ্যের দ্বৈরথে পরিণত হইয়াছিল। পরীক্ষা পিছাইয়া দেওয়ার প্রশ্নটি আর ছাত্রছাত্রীদের হিতাহিত বিবেচনার বিষয় থাকে নাই, কেন্দ্রের অহংয়ের প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। অহংয়ের সেই যুদ্ধে কেন্দ্র জিতিল। হারিলেন পরীক্ষার্থীরা।

জম্মু ও কাশ্মীরে সবদিক থেকে সন্ত্রাসবাদকে মদত দিয়ে চলেছে পাকিস্তান : ডিজিপি

শ্রীনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সমস্ত ধরনের পন্থা অবলম্বন করে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদকে ক্রমাগত মদত দিয়ে চলেছে পাকিস্তান। শনিবার এমনই দাবি করেছেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজি দিলবাগ সিং।

শনিবার সাংবাদিকদের সম্মেলনে তিনি জানিয়েছেন, শুক্রবার জঙ্গি দমনে বড়োসড়ো সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। রাজৌরি জেলা থেকে তিন লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে তল্লাশি চালিয়ে ওই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় পুলিশ। পুলিশকর্মীদের দেখামাত্রই গ্রেনেড ছোড়ে জঙ্গীরা।কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেই গ্রেনেডটি বিস্ফোরণ করেনি। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি একে ৫৬ আগ্নেয়াস্ত্র, দুটি পিস্তল, চারটি গ্রেনেড এবং এক লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে যে এই অর্থটি তারা পাকিস্তান থেকে পেয়েছে।উপত্যকায় জঙ্গী বাড়বাড়ন্তকে আরও বেশি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পাকিস্তান এই অর্থসাহায্য জঙ্গিদের করে চলেছে।ড্রোন ব্যবহার করে অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। ড্রোনের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহ করে এবং অনুপ্রবেশ ঘটে জম্মু-কাশ্মীর কে অশান্ত করতে তৎপর পাকিস্তান। মাদক পাচার করেও জঙ্গিদের হাতে অর্থ তুলে দিচ্ছে পাকিস্তান। সম্প্রতি সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে অস্ত্র পাচার করতে গিয়ে দুজন ব্যক্তিকে গ্রেফতারর করা হয়েছে। পাকিস্তানের সমস্ত ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে তৎপর জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ।

মাছ ধরতে গিয়ে বরাক নদীতে সলিল সমাধি বেরেঙ্গার এক বাসিন্দার

শিলচর (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মাছ ধরতে গিয়ে বরাক নদীতে সলিল সমাধি ঘটেছে বেরেঙ্গা দ্বিতীয় খণ্ডের বাসিন্দা জনৈক ব্যক্তির। নাম এনামুল হক চৌধুরী ওরফে রাজু (৩৭)। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকাল দশটা নাগাদ।

জানা গেছে, এনামুল হক এদিন বরাক নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। একসময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি নদীতে পড়ে যায়। ঘটনা দেখে নদীর পার থেকে হল্লা চিৎকার করেন জনৈক মহিলা। উপস্থিত হন বেরেঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতির প্রতিনিধি নাজিব বড়ভুইয়াঁ। তিনি পুলিশে খবর দেন শিলচর সদর থানায়। ছুটে আসেন এসআই আনন্দ সিনহা। আসেন এআইইউডিএফের জেলা সভাপতি শামিনুল হক বড়ভুইয়াঁ। খবর দেওয়া হয় এসডিআরএফকে। এসডিআরএফের দল প্রায় কুড়ি মিনিটের মধ্যে এসে নদীতে অভিযান চালিয়ে রাজুর মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। আজ বিকেলে ময়না তদন্ত শেষে এনামুল হক চৌধুরীর মরদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

প্রয়াত রাজু চৌধুরী রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই শিশুপুত্র, ভাই ও বোন সহ বহু আত্মীয় স্বজন। এনামুল হক চৌধুরী অকাল মৃত্যুতে বেরেঙ্গা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রবিবার থেকে টিকটক নিষদ্ধ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

ওয়াশিংটন, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রবিবার থেকে টিকটক নিষদ্ধ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, ওই দিন থেকে সামাজিক ভিডিও অ্যাপটির প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু তা কী আদৌ করা সম্ভব? মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, রবিবার ও সোমবারের মধ্যবর্তী সময়েই যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপ স্টোর থেকে গায়েব হয়ে যাবে টিকটক। অ্যাপল, গুগল এবং অন্যান্য অ্যাপ স্টোর পরিচালকদের সে রকমই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে নতুন করে কোনো আগ্রহী ব্যক্তি টিকটক নামাতে পারবেন না, মিলবে না নতুন নিরাপত্তা প্যাচ এবং অন্যান্য আপডেট।শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঘোষিত নিষেধাজ্ঞায় এভাবেই অ্যাপটির বিতরণ সীমিত করার কথা বলা হয়েছে। অ্যাপ স্টোর ও গুগল প্লে স্টোরের দুই কর্ণধার অ্যাপল ও গুগল এখনও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। টিকটক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছেন, এবং প্রশাসনের সিদ্ধান্তে হতাশ হয়েছেন। টিকটক এক বিবৃতিতে লিখেছে "আমাদের দশ কোটি মার্কিন ব্যবহারকারীর কমিউনিটি টিকটক ভালোবাসেন, কারণ এটি বিনোদন, মতপ্রকাশ এবং সংযোগের একটি স্থান। আমাদের প্ল্যাটফর্মের নির্মাতাদের ক্যারিয়ারে অর্থ ও পরিবারে খুশি নিয়ে আসার জন্য কাজ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আমরা তাদের গোপনতা এবং সুরক্ষা বিধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কৃষক আন্দোলন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সম্প্রতি উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যে কৃষকদের বিরোধ নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা ।কৃষকদের কথা শুনছে না বিজেপি সরকার। কোটিপতি বন্ধুদের কৃষিক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করতে তৎপর কেন্দ্রীয় সরকার বলে দাবি করেছেন প্রিয়াঙ্কা।

শনিবার নিজের টুইট বার্তায় প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, বিলিয়নিয়ার বন্ধুদের কৃষিক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করাতে মরিয়া কেন্দ্র ।ফলে দেশের কৃষকরা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি ।ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করে কৃষকদের ফসল ফলনের উৎপাদনে সাহায্য করতে পারত কেন্দ্র ।কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে ঠিক উল্টোটা ঘটল। কৃষকদের কথা কোনোভাবেই শুনতে চাইছে না কেন্দ্র ।উল্লেখ করা যেতে পারে পঞ্জাব এবং হরিয়ানায় কৃষক আন্দোলনের সর্বাত্মক আকার ধারণ করেছে ।কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন শিরোমণি আকালি দলের নেত্রী হরসিমরত কৌর বাদল ।যদিও ইতিমধ্যেই সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় তিনটি বিল পাশ হয়ে গিয়েছে ।. এই বিলের বিরোধিতা করেছেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা দিগ্বিজায় সিংও। তার মতে এই বিলগুলো কৃষক বিরোধী ।এই বিল কার্যকর হলে কোন বড় ব্যবসায়ী বৃহৎ মান্ডি খুলতে পারবে। মান্ডিতে কোন গন্ডগোল হলে সরকারি আধিকারিকরা হস্তক্ষেপ করবে।

পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলুক ভারত, দাবি ফারুক আবদুল্লার

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সীমান্তে দুই দেশের মধ্যে গুলি বিনিময় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে ফলে এর সমাধানের জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় বসা উচিত ভারতের। লোকসভায় দাঁড়িয়ে এমনই দাবি করেছেন শ্রীনগরের সংসদ তথা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা। পাশাপাশি উপত্যকায় ফোর জি পরিষেবা না থাকার জন্য জনগণ যে দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে সেটাও জানিয়েছেন তিনি।

এদিন ফারুক আবদুল্লা জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পর থেকে কোন ধরনের উন্নয়ন উপত্যকায় হয়নি। ফোর জি ইন্টারনেট পরিষেবা না থাকার কারণে দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে সাধারন মানুষ। শিক্ষাব্যবস্থাটা পুরোপুরি ইন্টারনেট কেন্দ্রিক হওয়ার কারণে দুর্ভোগ বেড়েছে পড়ুয়াদের। সীমান্তে দুই দেশের সংঘর্ষের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। এতে করে জনগণের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। আলোচনা ছাড়া এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে আলোচনাই একমাত্র পথ। পূর্ব লাদাখ নিয়ে ভারত যদি চিনের সঙ্গে ক্রমাগত বৈঠক করে যেতে পারে। তবে পাকিস্তানের সঙ্গে বৈঠক করা উচিত।

ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন, অভিমত জসফা-র

গুয়াহাটি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কেবলমাত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইনই ভারতবর্ষকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে পারে। এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে এই অভিমত পোষণ করেছে বেসরকারি সংগঠন 'জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন' (জসফা)।

সংগঠনের অসম এবং উত্তরপূর্ব প্রান্তের তরফ থেকে শিবপ্রসাদ শর্মা, শৈলেন্দ্র পাণ্ডে, ড় শুভজিৎ চৌধুরী, লালজি সোনারি স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এই দাবি করা হয়েছে। ২০০০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী কর্তৃক গঠিত সংবিধান সমীক্ষা কমিশনই স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত কমিশন ছিল। ১১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত সংবিধান সমীক্ষা কমিশন (ভেংকটচালেইয়া কমিশন) দুই বছর পর্যন্ত বিচার বিবেচনা করার পর

ছয়ের পাতায়

আজ থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হচ্ছে 'ডেঙ্গু বিজয় অভিযান'

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্য পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে আজ থেকে রাজ্যের পুরসভা ও পুরনিগমগুলিতে শুরু হচ্ছে 'ডেঙ্গু বিজয় অভিযান' নামক একটি বিশেষ কর্মসূচি। আগামী নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর এই অভিযান করা হবে।

এই মর্মে রাজ্য পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরের তরফে সম্প্রতি রাজ্যের পুরসভা ও পুরনিগমগুলিকে চিঠি পাঠানো হয়। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে পুরসভা ও পুরনিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বা কো-অর্ডিনেটারদের নেতৃত্বে বিশেষ ডেঙ্গু দূরীকরণ অভিযান করা হবে। কাউন্সিলর বা কো-অর্ডিনেটারদের সঙ্গে জঞ্জাল সাফাই বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা থাকবেন। তাঁরা এলাকা ঘুরে জঞ্জাল সাফাই, মশার লার্ভা নিধন করবেন। এর পাশাপাশি ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে মানুষের কি করনীয় ও কিভাবে সচেতন থাকবেন সেই সম্পর্কিত লিফলেটও নাগরিকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

রবিবার সকালে পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুর প্রশাসকবোর্ডের চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম দক্ষিণ কলকাতার চেতলা এলাকায় তাঁর ওয়ার্ডে এই অভিযান চালাবেন।

কুলতলি থেকে উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র

কুলতলি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে শনিবার বিকেলে দক্ষিন ২৪ পরগনার কুলতলি থানার পাচুয়াখালি ব্রিজ এলাকা থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ ও কুলতলি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় বাবুরাম ঘরামি ও দেবকান্ত শিকারি নামে দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে এরা আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসেছিল এলাকায়। ক্যানিং থানার মধুখালি এলাকার বাসিন্দা এরা দুজনেই। কি কারনে, কোথায় আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে যাচ্ছিল এরা সে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে মোট তেরোটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃতদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই বিষয়ে আরও তদন্ত করতে চাইছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনকে মাথায় থেকেই সমস্ত রাজনৈতিক দল নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে চাইছে। সেই কারনে এলাকায় অশান্তি ছড়াতে আগ্নেয়াস্ত্র ও মজুত করছে কেউ কেউ। সেই কারনেই এই দুই যুবকের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেনার জন্য কেউ কেউ বরাত দিয়েছিল বলে মনে করছে পুলিশ। এই ঘটনায় আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাস্ক পরাটাই করোনা থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার সেরা পন্থা : উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে মাস্ক পরা শনিবার সংসদ ভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই কথা জানিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব, রাজ্যসভার সচিব, ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিষদের আধিকারিকেরা।অধিবেশন চলাকালীন সাংসদদের কিভাবে করোনার হাত থেকে রক্ষা করা যায়, তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

এ দিনের বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, বাড়ির বাইরে বেরোলেই মাস্ক পরতে হবে। এমনকি বাড়ির ভেতরে যদি কোন বাইরের লোক প্রবেশ করে তবে তাকেও মাস্ক পরেই থাকতে হবে। মাস্ক পরাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ছয়ের পাতায়

শনিবার আগরতলায় ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৭৫,৬০০ টাকার বিড়ি বাজেয়াপ্ত, মিনিট্রাক সহ আটক চালক

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকা লাতুকান্দি থেকে বিশাল পরিমাণের বিড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। এগুলোর সঙ্গে চালক সহ একটি মিনিট্রাকও আটক করেছে বিএসএফ। বাজেয়াপ্তকৃত শেখ নাসিরউদ্দিন ব্র্যান্ডের বিড়ির ভারতীয় বাজার মূল্য ৭৫ হাজার ৬০০ টাকা এবং আটক ট্রাকের দাম প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হবে বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে।

জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে তেসুয়া বিওপি-র বিএসএফ-এর ০৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের গোয়েন্দা বাহিনী সীমান্ত এলাকায় রুটিন টহলদারির সময় সন্দেহভাজন এএস ১০ সি ৩৪০৫ নম্বরের একটি মিনি ট্রাক তাঁদের নজরে পড়ে। টহলরত জওয়ানরা ট্রাকটি আটক করে তাতে তল্লাশি চালান। তালাশিতেই ধরা পড়ে যায় ওপারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহন করে নিয়ে আসা বিপুল পরিমাণের ভারতীয় শেখ নাসিরউদ্দিন ব্র্যান্ডের বিড়ি। এই ফাঁকে মিনি ট্রাকের সহচালক অন্ধকার ও গভীর জঙ্গলের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়। লরি চালক দিলওয়ার হুসেনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে বিএসএফকে নাকি জানায়, বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই বিড়িগুলি সীমান্ত এলাকায় নিয়ে এসেছিল সে। কে বা কারা এই পাচার কার্যে জড়িত, তদন্তের স্বার্থে বিএসএফ এ বিষয়ে খোলসা করে কিছু জানায়নি।

বিএসএফের তল্লাশিতে মিনি ট্রাক থেকে ১৬৮ বান্ডিল শেখ নাসিরউদ্দিন ব্র্যান্ডের বিড়ি উদ্ধার হয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত বিড়ি সহ পাচার কার্যে ব্যবহৃত মিনি ট্রাক ও চালক দিলোওয়ার হুসেনকে বিএসএফ শনিবার করিমগঞ্জ সদর থানায় সমঝে দিয়েছে বলে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে।

কো —মর্বিডিটি রোগীরাই আগে পাবে ভ্যাকসিন, জানালো পুরকর্তৃপক্ষ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে বিনামূল্যেই দেওয়া হবে করোনার ভ্যাকসিন। এবার কলকাতা পুরসভা জানালো শহরে যে সমস্ত মানুষের কো—মর্বিডিটি বা আনুষঙ্গিক রোগ রয়েছে তাঁরাই আগে ভ্যাকসিন পাবেন। তাও বিনামুল্যে। এরপরেই অগ্রাধিকার পাবে শিশুরা।

বিদেশের পাশাপাশি ভারতেও সেরাম ইন্সটিটিউটের হাত ধরে তৈরি হচ্ছে ভ্যাকসিন। আশা করা হচ্ছে চলতি বছরের শেষ দিকেই বাজারে চলে আসবে এই ভ্যাকসিন। একই সঙ্গে এটাও জানা গিয়েছে একবার ভ্যাকসিন নিলেই হবে না, এক এক জনের দেহে ৩ থেকে ৪ বার ভ্যাকসিনের ডোজ দিতে হবে। তবে রাজ্যে ৪ বারই বিনামুল্যে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভার আওতাধীন সমস্ত এলাকাজুড়ে পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করছেন। এই সার্ভেতে দেখা হচ্ছে কলকাতায় কতজন মানুষের কো—মর্বিডিটি আছে। অর্থাৎ কত জন সুগার, প্রেসার, কিডনি, ফুসফুস, সহ নানাবিধ রোগে যাঁরা রোগে ভুগছেন, তাঁদের তালিকা আগে থেকে তৈরি করে রাখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে চার লক্ষ মানুষের নাম নথিভুক্ত হয়েছে এই সার্ভেতে। তার মধ্যে এক মিলিয়ন মানুষের মধ্যে কো—মর্বিডিটি পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তীকালে এদের যদি করোনা হয়, তাহলে আগের থেকেই পুরসভা জেনে যাচ্ছে তাদের কি কো মর্বিডিটি আছে, সেই অনুযায়ী টেলিমেডিসিন দিতে সুবিধা হবে। এছাড়াও রোগী দ্রুত সঠিক চিকিৎসা পাবেন। ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হলেই এনাদেরই সবার আগে তা দেওয়া হবে। তারপর ধাপে ধাপে সবাই পাবেন।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে করোনা আক্রান্তের নিরিখে প্রথম থেকেই শীর্ষে রয়েছে কলকাতা। এখানে কোভিডে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা এখন প্রায় ৫০ হাজার ছুঁইছুঁই করছে। পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও দেড় হাজারের বেশি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

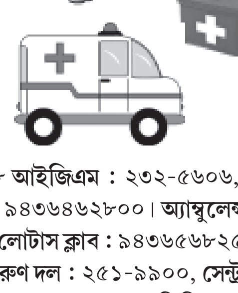

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দক্ষিণ কলকাতায় বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে তৃণমূল গড়ে প্রবেশ করল বিজেপি

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূলের খাস তালুকে থাবা বসাল বিজেপি। শনিবার ভারতীয় জনতা পার্টির টালিগঞ্জ মন্ডল ১ এর অধীনস্ত কলকাতা পৌরসভার ৯৪, ৯৫ এবং ৯৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় বৃক্ষ রোপণ কর্ম সূচি পালিত হয়। এতদিন বিরোধীদের এই এলাকা গুলিতে দলীয় কর্মসূচি গ্রহণ করার উপায় ছিল না। এমনটাই আভিযোগ স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের। এবার তাই বৃক্ষ রোপণ করে টালিগঞ্জ এলাকায় প্রবেশ করল বিজেপি।

উল্লেখ্য, গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭০ তম জন্মদিন উপলক্ষে দক্ষিণ কলকাতায় সেবা সপ্তাহের শুভারম্ভ হয়। এ প্রসঙ্গে টালিগঞ্জ মন্ডল ১ এর সভাপতি সোমা ঘোষ বলেন, ”আমরা যত বেশি গাছ লাগাবো তত আমাদের পরিবেশ সুস্থ এবং সুন্দর হয়ে উঠবে।” তিনি আর বলেন,”টালিগঞ্জ এলাকাতে শাসকদল তৃণমুলের অত্যাচারের ফলে মানুষ বিজেপিকে কাছে টেনে নিয়েছে ফলস্বরুপ,এই কর্মসূচিতে এলাকার সাধারণ মানুষের সতঃস্ফূর্ত যোগদান।”

আসলে আম্ফান পরবর্তী সময়ে কলকাতার প্রায় ৫০০০ ভূমিষ্ঠ হয়। সেই ক্ষতি এখন ও পুরণ হয় নি। তাই টালিগঞ্জ মন্ডল ১ এর অধীনস্ত কলকাতা পৌরসভার ৯৪, ৯৫ এবং ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডে এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবি এবং টালিগঞ্জ মন্ডল ১ এর সভাপতি সোমা ঘোষের নেতৃত্বে ওই তিনটি ওয়ার্ডের সমস্ত বাড়িতে একটি করে চাড়া গাছ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে এলাকাতে ব্যাপক হারে গাছ লাগানোও হয়।

কার্যক্রমটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্যা, বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য কলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা ডা. পুষ্পিতা মুখোপাধ্যায়। তিনি এই বৃক্ষরোপন উৎসবের মাধ্যমে এলাকার মানুষদের পরিবেশ সচেতন হওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন,”আমরা যত বেশি গাছ লাগাবো তত আমাদের পরিবেশ সুস্থ এবং সুন্দর হয়ে উঠবে।”

এছাড়াও তিনি আরো বলেন, ”এই এলাকাতে শাসক দলের চুড়ান্ত অশালীন অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিজেপির এই সামাজিক কর্মসভা ২০২১ এর নির্বাচনের আগে নিঃসন্দেহে বিজেপিকে এই এলাকাতে চালকের আসনে বসিয়ে দেবে।” রাজ্য বিজেপির নেত্রী অধ্যাপিকা পুষ্পিতা মুখোপাধ্যায় বলেন,”ভারতবর্ষের সর্বকালের সেরা প্রধানমন্ত্রী, নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন পালনে শুধুমাত্র অনুষ্ঠাণ করলে চলবে না, সমাজের উদ্দেশ্যে দিতে হবে একটি গুরুত্বপুর্ণ বার্তা এবং আজকের এই বৃক্ষরোপন উৎসবের মাধ্যম দিয়ে বিজেপি ঠিক সেটাই করার চেষ্টা করেছে এবং আগামী দিনেও করবে।”

উক্ত কার্যক্রমে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি টালিগঞ্জ মন্ডল ১ এর সহ সভাপতি সুধীন পালিত এবং দীপঙ্কর দত্ত, সাধারণ সম্পাদক রাজু দত্ত, মহিলা মোর্চার সভাপতি পারমিতা ঘোষাল, যুব মোর্চার সভাপতি অরিজিৎ দাস, সম্পাদক বাসুদেব হালদার এবং সৌম্যজিৎ দত্ত। এ ছাড়াও উক্ত কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলেছেন এলাকার বিজেপি নেতা চন্দন বসু, রাজু দাশ, বিষ্ণু দে, সেবা কাজের প্রমুখ বিষ্ণু বণিক এবং এলাকার অন্যান্য বিজেপি কার্যকর্তারা।

মালবাজার এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ক্ষতিগ্রস্ত ৬টি দোকান

মালবাজার, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শনিবার দুপুরে জলপাইগুড়ির মাল শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাজার রোড এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৬টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয়রা প্রাথমিক পর্বে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। মালবাজারের দমকল কেন্দ্রের দুটি ইঞ্জিনও দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডে ৬ টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আগুন ভয়ানক আকার নিতে পারেনি। ওই এলাকায় পরপর কাঠের দোকান ঘর ছিল। স্বাভাবিকভাবে অগ্নিকাণ্ড ভয়াবহ আকার না নেওয়াতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে বিভিন্ন মহল। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলোর মধ্যে কাপড়, গুদাম, কৃষিজও সার, কীটনাশকের দোকান, মুদির সামগ্রীর দোকান, চালের গুদাম মিষ্টির দোকান এবং লটারির দোকান আছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, বন্ধ কাপড়ের গুদাম থেকেই প্রথমে ধোঁয়া ও আগুন দেখা যায়।বন্ধ দোকান থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। স্থানীয়রা প্রথম আগুন নেভানোর কাজ শুরু করি। দমকল বাহিনীকেও খবর দেওয়া হয়। দমকল বাহিনীও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। প্রাথমিকভাবে অনুমান সম্ভবত বিদ্যুৎ শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটতে পারে। পাশাপাশি ঘন দোকান থাকাতে আতঙ্ক বাড়ে। বিভিন্ন দোকান থেকেই মজুত সামগ্রী বের করে ফেলা হয়।

উপরাষ্ট্রপতি

পাচের পাতার পর

সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলতে হবে। যতদিন মহামারী থাকবে সামাজিক দূরত্বের বিধি মেনে চলা আবশ্যক।ডেটল সহ একাধিক সংক্রমণ নাশক সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ঘনঘন ব্যবহার করে যেতে হবে। নিজেদেরকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে।স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন মেনে চলতে হবে। শারীরিক কসরত যেরকম যোগব্যায়াম করতে হবে। রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা শরীরে বাড়াতে হবে। সংসদের মধ্যে করোনা পরীক্ষার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটাও এ দিন জানান উপরাষ্ট্রপতি।

অভিমত জসফা-র

পাচের পাতার পর

সংবিধানের ৪৭ নম্বর ধারায় সংলগ্ন করা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা আইনে পরিণত হয়নি। সে সময়ের শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ভেংকটচালেইয়া কমিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিচারপতি জীবন রেড্ডি, বিচারপতি পুননেয়া কমিশনের সদস্য ছিলেন।

ভারতের প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞ কেশব পরাশরণ, সোলি সারাবজি এবং লোকসভার প্রাক্তন মহাসচিব সুভাষ কাশ্যপ সদস্য ছিলেন। এছাড়াও লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা মেঘালয়ের তুরা সংসদীয় আসনের সাংসদ প্রয়াত পিএ সাংমাও ছিলেন কমিশনের সদস্য। সেই ভেংকটচালেইয়া কমিশনের নির্বাচনী সংশোধন, প্রশাসনিক সংশোধন এবং বিচারবিভাগীয় সংশোধনের জন্য প্রদত্ত পরামর্শ আজও কার্যকর হয়নি।

বেসরকারি সংগঠন জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের পদাধিকারীরা জানিয়েছেম, দেশের ৫০ শতাংশেরও বেশি সমস্যার কারণ হচ্ছে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলের নেতা, সাংসদ, বিধায়ক, বুদ্ধিজীবী, সমাজবিদ, পরিবেশবিদ, শিক্ষাবিদ, বিচারক এবং সাংবাদিক এ প্রসঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। বিবৃতিটিতে আরও বলা হয়েছে, যাঁরা নিয়মিত কর দিচ্ছেন, তাঁরা ‘আমরা দুই, আমাদের দুই’ নীতি পালন করছেন। কিন্তু যারা বিনামূল্যে অন্য বস্ত্র বাসস্থান উপভোগ করছেন, তারা জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়িয়ে চলেছে। তাই সংগঠনের মতে, দেশকে বিকশিত করতে হলে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঠেকানো খুবই প্রয়োজন।

ওয়েবসাইটে

তিনের পাতার পর

তথ্য, প্রদেয় পুরকর সংক্রান্ত তথ্য, জমি হেরিটেজ তালিকাভুক্ত কিনা, জমির রেকর্ডে কোনো জলাশয় আছে কিনা সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। কোনও সম্পত্তি মূল্যায়ন না হলে তার কেস নম্বর লিখলে তার তথ্য পাওয়া যাবে। তিনি জমি বা বাড়ি কেনার আগে শহরবাসীকে পুরসভার ওয়েবসাইটে সেই জমি সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য যাচাই করে নেবার পরামর্শ দেন।

ফিরহাদ হাকিম বলেন, জমি রেজিস্ট্রি অফিসের তরফ থেকে শহরে কোনও নির্দিষ্ট জমি রেজিস্ট্রি করার আগে সেই জমির তথ্য পুরসভার ওয়েবসাইট থেকে যেন যাচাই করে নেন, সেই জন্য রাজ্য সরকারকে ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভার তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যসভায়

● প্রথম পাতার পর

করতে পারে। অপরাধ প্রমাণিত হলে তিন মাস থেকে পাঁচ বছরের জেল হতে পারে। সেই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা। ওই অধ্যাদেশ অনুযায়ী, স্বাস্থ্যকর্মীদের গাড়ি অথবা ক্লিনিকে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হলে বাজারমূল্যের থেকে দ্বিগুণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ক্ষতিপূরণের অর্থ হামলাকারীদের কাছ থেকে আদায় করা হবে। প্রয়োজনে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে।

গৃহবধূকে

● প্রথম পাতার পর

লোকজনেরা মেরে ফেলেছে। জানাযায় রেশমী বেগম তিন মাসের গর্ভবতী।

উর শশুর বাড়ীর লোকজনেরা রেশমী বেগমকে মেরেফেলেছে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে রেশমী বেগমের স্বামী মাসুদ মিয়া, স্বামীর বড়ভাই ইনু মিয়া ও শশুর আবদুল বাসাদ এর নামে শান্তির বাজার থানায় লিখিত মামলা দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার তিন ঘন্টার মধ্যে উদয়পুর থেকে অভিযুক্ত দুইজনকে গ্রেপ্তার করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। এই নিয়ে শান্তির বাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানান রেশমি বেগমের মামা অভিযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্ত দুইজনকে গ্রেপ্তার করাহয়। এই নিয়ে শান্তির বাজার থানা ৫৩ / ২০২০ কেইস নাম্বারে কেইস লিপিবদ্ধ করেছেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৪৯৮ এ / ৩০৪ বি/ ৩৪ আই পি সি ধারায় মামলা গ্রহনকরাহেয়েছে। এই নিয়ে অভিযুক্ত স্বামী মাসুদ মিয়া ও স্বামীর বড়ভাই ইনুমিয়াকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ক্ষুব্ধ ছেলে

● প্রথম পাতার পর

বাক বিতন্ডার মাঝেই তার মায়ের খুনের কথাটি মনে পড়ে যায়। আর তখনই ধারালো দা দিয়ে সে তার বাবাকে কুপিয়ে খুন করেছে।

এআইডিএসওর

আটের পাতার পর

এই অভিযোগ তুলে অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবিতে এদিনের ডেপুটেশন প্রদান করে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও। একই সঙ্গে চার দফা দাবি সনদ তুলে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচীর বিষয়ে জানান অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক রাম প্রসাদ আচার্য।

ঝাড়গ্রামে লোধা শবর যুবকের হাত পা বেঁধে মারধর করার অভিযোগ উঠল গ্রামের মাতব্বরের বিরুদ্ধে

ঝাড়গ্রাম, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এক লোধা শবর যুবকের হাত পা বেঁধে মারধর করার অভিযোগ উঠল গ্রামের বেশ কয়কেজন মাতব্বরের বিরুদ্ধে। মারধর করার পাশাপাশি ৩০ হাজার টাকা জরিমানা ও গ্রামের পুকুর, পানীয় এমনকি দোকান থেকেও কিছু কিনতে পারবে না বলে ফতোয়া জারি করেন। এই ঘটনার পরেই পশ্চিমবঙ্গ লোধা শবর সমাজ সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি ঝর্ণা আচার্য ওই নিগৃহীত পরিবারের পাশে দাঁড়ান।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এই ঘটনার সূত্রপাত বুধবার বিকেলে। জানা গিয়েছে বুধবার গ্রামের কয়েকজন মাতব্বরের গনেশ শবরকে মারধর করে হুমকি দেন গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার। এরপর ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার বেলপাহাড়ী থানার শাখাঁভাঙ্গা ও পাথরচাকড়ি গ্রামের মাঝখানে একটি সালিশি সভা বসিয়েছিল গ্রামের মাতব্বরেরা। ওই সালিশি সভায় গনেশ শবরকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এত মোটা অঙ্কের টাকা দিতে না পারায় আবার তার উপর চড়াও হয় বাসিন্দারা। এমনি তার পরিবারকে এক ঘরে করে রাখার ফতোয়া জরি করা হয়। পরে এই ঘটনার খবর পৌছায় পশ্চিমবঙ্গ লোধা শবর সমাজ সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি ঝর্ণা আচার্যের কাছে। তিনি খবর পাওয়ার পরেই তার পরিবারকে উদ্ধার করে। এবং আহত গনেশ বাবুকে বেলপাহাড়ী গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তারপর গ্রামের বেশ কয়েকজন মাতব্বরের বিরুদ্ধে বেলপাহাড়ী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেম তার মা। এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ লোধা শবর সমাজ সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি ঝর্ণা আচার্য বলেন ’ আমি খবর পরিবারটিকে উদ্ধার করি। আর আহত গনেশ শবরকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি। আমি চাই অপরাধীদের শাস্তি হোক।’

শনিবার খড়দহ থেকে কলকাতা পর্যন্ত ফেরি পরিষেবা চালু

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে জনজীবন। স্বাভাবিক হচ্ছে পরিবহন পরিষেবাও। এর মধ্যেই শনিবার খড়দহ থেকে কলকাতা পর্যন্ত ফেরি পরিষেবা চালু হল। মাত্র ৪০ টাকা ভাড়া দিয়েই যাতায়াত করা যাবে। তবে মঙ্গলবার পর্যন্ত এই পরিষেবা চালিয়ে নিয়ে কতটা ভির হয় তা দেখে নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পরিবহন দফতর।

প্রতিদিন সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে খড়দহ থেকে ছাড়বে লঞ্চ। এদিকে ফেরার জন্য বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে লঞ্চ ছাড়বে মিলেনিয়াম পার্ক থেকে। যাতায়াতের মাঝে শুধু একমাত্র বাগবাজার ঘাটে ওই লঞ্চ দাঁড়াবে।একসঙ্গে সবথেকে বেশি ২০০ জন যেতে পারবে। তবে এক্ষেত্রেও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে যাত্রীদের। মাস্ক পড়ার পাশাপাশি দূরত্ববিধি মেনে যাত্রীদের বসতে হবে লঞ্চে। একটি সফর শেষে লঞ্চ স্যানিটাইজ করা হবে।

রাজ্য পরিবহণ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, ”জলপথ পরিবহণে অনেক দিন ধরেই জোর দেওয়া হয়েছে। নতুন রুটে ফেরি পরিষেবা শুরুর পাশাপাশি জেটিগুলির উন্নয়নেও নজর রয়েছে সরকারের।”

কৃষি বিল প্রত্যাহার করলেই কেন্দ্রের সঙ্গে কথা, অবস্থান স্পষ্ট করলেন সুবীর সিং বাদল

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): কৃষি বিল প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত কেন্দ্রের সঙ্গে কোন কথা নয়।শনিবার এই দাবি করেছেন শিরোমণি আকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদল।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুখবীর সিং বাদল জানিয়েছেন, শিরোমণি আকালি দল হচ্ছে কৃষিদের সপক্ষে সওয়াল করা দল। নিজেদের অবস্থানের জন্য সংগ্রাম করে যাবে শিরোমণি আকালি দল। পঞ্জাব ফিরে গিয়ে দলীয় নেতা এবং কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। এই বিল প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত কেন্দ্রের সঙ্গে কোন কথা নয়।

শিরোমণি আকালি দলের আর এক নেতা মানজিন্দর সিং সিরসা জানিয়েছেন, কৃষকদের হয়ে দাঁড়ানোর জন্য সুখবীর সিং বাদল এবং হারসিমরত কৌর বদলকে অভিনন্দন জানাই।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এই তিনটি কৃষি বিল প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন হারসিমরত কৌর বাদল। বিষয়টি নিয়ে এন ডি এ- র অভ্যন্তরে যথেষ্ট চাপে পড়েছে বিজেপি।

পুড়ল অটো রিস্কা

আটের পাতার পর

ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অবিলম্বে অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে দাবি উঠেছে।

চারজন আটক

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাদের আটক করার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এদিকে আটকদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

ধৃত যুবক

● প্রথম পাতার পর

কাছে গোপন সংবাদ ছিল আসাম থেকে বেশকিছু হেরোইন রাজ্য পাচার হবে।

সেই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সুপার কদমতলা থানার ওসি ও বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে চুরাইবারি কদমতলা সড়কের প্রেমতলা এলাকায় উৎপেতে বসে থাকেন। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ বছর উনিশের এক যুবককে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে দুই প্যাকেট হেরোইন উদ্ধার করতে সক্ষম হন পুলিশ সুপার। দুই প্যাকেটে ৪৫ গ্রাম হেরোইন মজুদ রয়েছে। যার বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে তিন লক্ষাধিক টাকা। সাথে আটক করা হয় নেশা কারবারি বাবলু দাস (১৯) পিতা বীরেন্দ্র দাসকে। জানা গেছে ধৃত যুবকের বাড়ির পার্শবর্তী রাজ্য আসামের করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন লোহার পোয়া এলাকায়। বর্তমানে ৪৫ গ্রাম হেরোইন সহ নেশা কারবারি বাবুল দাস কদমতলা থানার হেফাজতে রয়েছে। আজ ধৃত নেশা কারবারিকে ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করবে পুলিশ।

এদিকে পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে বিপুল সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। করোনা মহামারীর জন্য বর্তমানে ত্রিপুরা অসম সীমান্তের সকল সিল করা রয়েছে শুধুমাত্র চুড়াইবাড়ি ৮ নং জাতীয় সড়ক ছাড়া। সুতরাং নেশা কারবারিরা পায়ে হেঁটে রাজ্যে প্রবেশ করে নেশা সামগ্রী পাচার করছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর পায়ে হেঁটে প্রবেশের সময় চুরাইবাড়ি থানা এলাকায় এক নেশা কারবারিকে হেরোইনসহ আটক করা হয়েছিল। অনুরূপ আজও কদমতলী থানা এলাকায় পায়ে হেঁটে প্রবেশের পথে এক নেশা কারবারিকে হেরোইনসহ আটক করেছে পুলিশ,বলে জানান পুলিশ সুপার। তবে ধৃত নেশা কারবারিরা বহি রাজ্য আসাম থেকে নেশা সামগ্রী গুলি চোরাপথে রাজ্যে প্রবেশ করে রাজ্যের কিছু নেশা কারবারিদের হাতে হস্তান্তর করার কথা ছিল।পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী আরো জানান, আগামী দিনেও এধরনের নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং এই পাচার চক্রের মূল চক্রকে জালে তুলবে পুলিশ।

অপরদিকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী নেশা বিরোধী অভিযানে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কিন্তু ত্রিপুরা অসম সীমান্তের কদমতলা চুড়াইবাড়ি থানা বাবুদের কোন হেলদোল নেই। বিশেষ করে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার মহোদয় নেশা বিরোধী অভিযান করা তো দূরের কথা উনার থানা এলাকায় রাতের টহলদারি টুকু করতে পারছেন না। পুলিশ সুপার উনার সকল দায়িত্ব কর্তব্য ছাড়ে কৃষ্ণধন বাবুর থানা এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযান করে সাফল্য কুড়াচ্ছেন।আর কদমতলা থানার গুণধর বড়বাবু বসে বসে বুড়ো আঙ্গুল চুযেন। সুতরাং কদমতলা থানা এলাকার স্থানীয় জনগণ গুণধর ওসি কৃষ্ণধন সরকারের অন্যত্র বদলির জোরালো দাবী তুলছেন। এখন দেখার বিষয় পুলিশ সুপার কদমতলা থানার ওসির ভূমিকা নিয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

সীমান্তে

● প্রথম পাতার পর

ভারতের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫০তম সীমান্ত সম্মেলন শেষ হয়েছে। বরাবরের মতো এবারো আলোচনার শীর্ষে ছিল সীমান্ত হত্যার বিষয়। এছাড়া মাদক চোরাচালান শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনাসহ সীমান্ত সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

শনিবার রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি সদর দফতরে সীমান্ত সম্মেলনের শেষদিনে আয়োজিত যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সর্বমোট ১৪টি সিদ্ধান্তের বিষয় জানানো হয়। চারদিনের এবারের সীমান্ত সম্মেলনে বিজিবির মহাপরিচালক মো. সাফিনুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। বিএসএফের প থেকে অংশ নেয় রাকেশ আস্তানার নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল।

সম্মেলনে গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হচ্ছে,সীমান্তে উভয় দেশের নিরস্ত্র নাগরিক হত্যা/আহত বা মারধরের ঘটনা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্তবর্তী এলাকায় যৌথ টহল বাড়ানো, জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি আরো বেগবান করা ও প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসহ সীমান্তে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উভয় পই সম্মত হয়েছেন।

সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় নাগরিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানা আইনের বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সীমান্তে আক্রমণ-হামলার ঘটনাও শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে উভয় পই সম্মত হয়েছেন।

সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (সিবিএমপি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনের লয নির্ধারণ করা হয়েছে। উভয় সীমান্তরী বাহিনী উপকৃত হবে এমন তাৎণিক ও দরকারি তথ্য বিশেষ করে অধিকতর তদন্তের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র চোরাকারবারিদের ডিজিটাল ফটোগ্রাফ পরস্পরের মধ্যে শেয়ার করতে উভয় পই সম্মত হয়েছেন।

মানবপাচার ও অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করা প্রতিরোধে কার্যকর পদপে গ্রহণের বিষয়ে উভয় প সম্মত হন। উভয় মহাপরিচালক যার যার দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী মানবপাচারে তিগ্রস্তদের যত দ্রুত সম্ভব তাদের উদ্ধার ও পুনর্বাসনের সুবিধার্থে সহায়তা করতেও সম্মত হয়েছেন।উভয় পই আন্তর্জাতিক সীমানার কাঁটাতারের বেড়া কেটে অপসারণ করা বা বেড়ার যতি রোধে যৌথ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে এবং নিয়মিত যৌথ টহল চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছেন।

অবৈধভাবে সীমানা অতিক্রম করা থেকে সীমান্তবর্তী জনসাধারণকে বিরত রাখতে সম্মত হয়েছেন। একইসঙ্গে উভয় বাহিনীর সদস্যদের মাধ্যমে সীমান্তের অলঙ্ঘনীয়তা বজায় রাখার বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের জোরপূর্বক পুশ-ইন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাদের জাতীয়তা যাচাই করতে এবং একে অপরের সহযোগিতায় হস্তান্তর বা গ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে উভয় পই সম্মত হয়েছেন।

বিএসএফ মহাপরিচালক সন্দেহভাজন ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিজিবি ও বাংলাদেশের অন্য বাহিনীর গৃহীত পদেপের প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সম্ভাব্য অবস্থান ধ্বংস করতে বিজিবির অব্যাহত সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।বিজিবি মহাপরিচালকও আশ্বস্ত করে বলেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর কোনো ক্যাম্প বা আস্তানা নেই। বাংলাদেশ কখনও তার ভূমি কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের বিশেষ করে ভারতের কোনো শত্রু পকে ব্যবহারের সুযোগ দেয়নি এবং ভবিষ্যতেও দেবে না। তিনি এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন।

উভয় প সীমান্তে অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক দ্রব্য, মাদক, স্বর্ণ ও জালমুদ্রা পাচার প্রতিরোধে কার্যকর পদপে গ্রহণে সম্মত হয়েছেন। সীমান্ত চোরাচালানী দ্রব্যসহ আটক ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাৎণিক তথ্য এবং উভয় বাহিনীর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের প্রতিবেদন বিনিময়ের বিষয়ে উভয় প সম্মত হয়েছেন।

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে বিজিবির অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও বিজিবি সদর দফতরের সংশ্লিষ্ট স্টাফ অফিসার ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যৌথ নদী কমিশন এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রতিনিধিত্ব করেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদলে ছিলেন বিএসএফ সদর দফতরের উর্ধতন কর্মকর্তা এবং ভারতের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

সম্মেলনে যোগ দিতে গত ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকায় আসেন ভারতীয় সীমান্তরা বাহিনীর প্রতিনিধি দলটি। সম্মেলন শেষে আজই ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে বিএসএফ প্রতিনিধি দলের।

অঙ্গন

টটেনহ্যাম-ম্যানইউ পয়েন্ট ভাগাভাগি

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে 'নতুন শুরু' রাঙানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল টটেনহ্যাম হটস্পার। কিন্তু শেষ দিকের পেনাল্টি গোলে স্বস্তির ড্র নিয়ে প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে ফিরেছে ইউনাইটেড।পুনরায় শুরু হওয়া ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুই দলই নেমেছিল নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে।টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে শুক্রবার ম্যাচটি ১-১ সমতায় শেষ হয়।সব প্রতিযোগিতা মিলে এই নিয়ে টানা ১২ ম্যাচ অপরাজিত রইলো ইউনাইটেড। গত ডিসেম্বরে লিগে প্রথম দেখায় মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের জোড়া গোলে টটেনহ্যামকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের দলটি।ত্রয়োদশ মিনিটে সন-হিয়ুং মিনের ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া শট ঠেকিয়ে দেন ইউনাইটেড গোলরক্ষক দাভিদ দে হেয়া। ১০ম মিনিট পর র‍্যাশফোর্ডের শট ফেরান স্পার্স গোলরক্ষক উগো লরিস।স্টেভেন বেরহুইয়ানের একক প্রচেষ্টার দারুণ গোলে ২৭তম মিনিটে এগিয়ে যায় সব প্রতিযোগিতা মিলে আগের ছয় ম্যাচে জয়শূন্য টটেনহ্যাম। সতীর্থের বাড়ানো বল ধরে গতিতে ইউনাইটেডের ডিফেন্ডারদের ছিটকে দিয়ে জোরালো শটে জাল খুঁজে নেন ২২ বছর বয়সী এই ডাচ ফরোয়ার্ড।একটু পর ডান দিক থেকে বেরহুইয়ানের ক্রসে সনের হেড দে হেয়া কোনোমতে কর্নারের বিনিময়ে ফেরালে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়নি।৬৩তম মিনিটে ফ্রেদকে তুলে নিয়ে পল পগবাকে নামান ইউনাইটেড কোচ উলে গুনার সুলশার। সমতায় ফিরতে মরিয়া দলটির আক্রমণের ধারও বাড়ে। তাদের ভালো একটি সুযোগ নষ্ট হয় ৬৬তম মিনিটে; অঁতনি মার্সিয়ালের শট ফিস্ট করে কর্নারের বিনিময়ে ফেরান লরিস।নির্ধারিত সময়ের নয় মিনিট বাকি থাকতে ব্রুনো ফের্নান্দেসের সফল স্পট কিকে স্বস্তি ফেরে ইউনাইটেডের তাঁবুতে। ডি-বক্সে পগবাকে এরিক দিয়ের ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি।ম্যাচের শেষ দিকে এরিক ডায়ারের হালকা ছোঁয়ায় ব্রুনো ফের্নান্দেস পড়ে গেলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। জয় ছিনিয়ে নেওয়ার আশা জাগে ইউনাইটেডের। তবে ভিএআরের সাহায্যে সিদ্ধান্ত বদলান রেফারি।৩০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে ইউনাইটেড। ৪২ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে আছে জোসে মরিনিয়োর টটেনহ্যাম।২৯ ম্যাচে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৬০। লেস্টার সিটি (৫৩), চেলসি (৪৮) যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে।শুক্রবার অন্য ম্যাচে নরিচ সিটির মাঠে ৩-০ গোলে জিতে সাউথ্যাম্পটন।করোনাভাইরাসের কারণে স্থগিত থাকা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ গত ১৭ জুন পুনরায় শুরু হয়।

ক্রিকেটে বর্ণবাদ দেখেছিলেন বড় চ্যাপেল

ইয়ান চ্যাপেল বেড়ে উঠেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার শেতাঙ্গ সংস্কৃতিতে। বর্ণবাদের ভয়াল ব্যাপারটি তাঁর চারপাশে ছিল না। কিন্তু ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে তিনি এই বাজে ব্যাপারটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। বুঝেছেন, চামড়ার রঙ দেখে মানুষ বিচার করার ধারণাটি কতটা নিচ প্রকৃতির।

চ্যাপেল ভাইদের সবচেয়ে বড় জন রাজ্য দল নিউ সাউথ ওয়েলসে সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন ক্যারিবীয় তারকা গ্যারি সোবার্সকে। চমৎকার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে। তিনি তখন ভাবতেন, কেবল চামড়ার রঙ সাদা নয় দেখেই কিভাবে মানুষ মানুষের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতে পারে! সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সূত্র ধরে নিজের ক্যারিয়ারে বর্ণবাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন চ্যাপেল। ক্রিকইনফোর কলামে চ্যাপেল লিখেছেন, বর্ণবাদ কেমন হতে পারে, নিজের ক্যারিয়ারের প্রথম বিদেশ সফরেই টের পেয়েছিলেন। ১৯৬৬-৬৭ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতেন আমেরিকান-ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার গ্রাহাম টমাস। কেপটাউনে টিম হোটেলে এক লোক নাকি টমাসকে বলেছিলেন, ”তোমরা গ্যারি সোবার্সকে দলে নিতে। তাহলেই তো তোমাদের দলটা পুরো কালোদের দল হয়ে যেত।”

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব পাওয়ার বর্ণবাদের ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি নিয়ম জারি করেন চ্যাপেল। দায়িত্ব নিয়েও দলের সবাইকে বর্ণবাদী আচরণের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন তিনি, ”তোমরা গালি দিতে “কালো” শব্দটা জুড়ে দাও কেন?” এরপর নাকি চ্যাপেল তাঁর দলের কোন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণ করতে দেখেননি।কিন্তু ছোট ভাই গ্রেগ চ্যাপেল অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়কত্ব নেওয়ার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারকা ভিভ রিচার্ডস এক অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণের অভিযোগ করেন। ইয়ান সঙ্গে সঙ্গেই নাকি গ্রেগের কাছে এই ব্যাপারে জানতে চান। কিন্তু গ্রেগ এমন কোন ঘটনা জানতেন না। ইয়ান নিজেই তখন ভিভের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলাপ করেন। ভিভ ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ না করলেও বলেছেন, ”ওর সঙ্গে আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।”

১৯৭৫-৭৬ সালে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ান্ডারার্স দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেছিলেন চ্যাপেল। দলে ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও কেন্ট ক্রিকেটার জন শেফার্ড, যিনি ক্রিকেটারদের নিখাদ ভদ্রলোকদের একজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় দর্শকেরা শেফার্ডকে উদ্দেশ করে বর্ণবাদী মন্তব্য করেন। এক দর্শক নাকি বলছিলেন, ”শেফার্ড, তুমি সাদা রঙ মেখে ফেল না। তাহলেই তো তোমাকে দলের বাকিদের মতো দেখা যাবে।”

ম্যাচ পাতাতে পাকিস্তানিরা পেত দামি গাড়ি, লাখ টাকা

আরেকবার ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে মুখ খুললেন সাবেক পাকিস্তানি পেসার আকিব জাভেদ। নব্বই দশকে পাকিস্তান ক্রিকেট ছিল ম্যাচ পাতানোর ”ক্যানসারে” আক্রান্ত। এই সময়টাই দেশের হয়ে খেলেছিলেন আকিব। ১৯৯২ বিশ্বকাপজয়ী পাকিস্তান দলেরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। ম্যাচ পাতানোর অনেক কিছুই খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি।

ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিসের ছায়ায় থেকেই ক্যারিয়ার শেষ করেছেন আকিব। প্রতিভায়, সামর্থ্যে সে সময় বিভিন্ন দলের খেলা অনেক পেসারের চেয়েও এগিয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু তারপরেও তাঁর ক্যারিয়ার খুব দীর্ঘ হয়নি। অনেকেই বলেন ম্যাচ পাতানোর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানের কারণেই নাকি তাঁর এই পরিণতি। আকিব নিজেও এমনটাই মনে করেন। ক্যারিয়ারে বেশ কয়েকবার ম্যাচ পাতানোর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেকারণেই খুব বেশিদিন দেশের হয়ে খেলতে পারেননি তিনি, ”খেলোয়াড়ি জীবনে নাকি পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বছরের পর বছর ম্যাচ ফিক্সিং করতে দেখছেন আকিব। বেশ কয়েকবার ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পেয়েও ফিরিয়ে দেওয়ায় নাকি আকিবের ক্যারিয়ার দীর্ঘ হয়নি, ”আমি যখন ফিক্সিং সম্পর্কে জানতে পারলাম, তখন আমি এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেই। এর ফলে আমার ক্যারিয়ার দীর্ঘ হয়নি কিন্তু আমার মূল্যবোধে আমি বিশ্বাস রাখি। অনেক সফর থেকে আমাকে বাদ দেওয়া হয় ফিক্সিংয়ে বিরোধিতা করার জন্য। আমার সঙ্গে যারা চলাফেরা করতো তাদেরও তিরস্কার করা হতো।”

তিনি পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যমকে পাকিস্তানের এক সাবেক ক্রিকেটারের কথা বলেছেন। সেলিম পারভেজ নামের এই ক্রিকেটার ১৯৮০ সালে পাকিস্তানের হয়ে খেলেছিলেন। পারভেজ নাকি ক্রিকেটার ম্যাচ পাতাতে লোভনীয় সব প্রস্তাব দিতেন, ”সেলিম পারভেজ ম্যাচ পাতাতে দামি গাড়ি, লাখ লাখ রুপির লোভ দেখাত ক্রিকেটারদের। অনেকে লোভ সামলাতে না পেরে এতে জড়িয়ে পড়ত। কিন্তু এসব ব্যাপার জেনেও চুপ করে থাকতে হতো। যারা মুখ খুলত, তাদের ক্যারিয়ারই ধ্বংস করে দেওয়া হতো।”

পাকিস্তানের হয়ে ২২ টেস্ট ও ১৬৩ ওয়ানডে খেলেছেন আকিব। টেস্টে ৫৪ ও ওয়ানডেতে ১৮২ উইকেটের মালিক এই ডানহাতি সুইং বোলার বর্তমানে কোচ হিসেবেও সুনাম কুড়িয়েছেন। ১৯৯১ সালে শারজায় ভারতের বিপক্ষে তাঁর ৭ উইকেটের কীর্তি স্মরণীয়ই হয়ে আছে।

করোনার গুজবে চটেছেন সৌরভের বড় ভাই

দুদিন আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলীর বড় ভাই স্নেহাশিস গাঙ্গুলীর স্ত্রী মম গাঙ্গুলী এবং পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য। কিন্তু পরীক্ষায় কোভিড ধরা পড়েনি বিসিসিআই সভাপতি ও ভারতের সাবেক অধিনায়কের বড় ভাইয়ের। তারপরেও স্নেহাশিস কোভিডে আক্রান্তএমন গুঞ্জন ছড়িয়েছে কলকাতায়। এতে বেশ চটেছেন সৌরভের ”দাদা”। স্নেহাশিস ভারতের হয়ে না খেললেও বাংলা দলের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খেলেছেন। এখন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সিএবি) সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়ার গুঞ্জন নিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন, ”আমি পুরোপুরি সুস্থ আছি এবং নিয়মিত অফিস করছি।

আমার অসুস্থতা নিয়ে যে খবরগুলো বেরিয়েছে তা একেবারে ভিত্তিহীন। এবং এমন খারাপ সময়ে এই খবরগুলো আশা করা যায় না। আমি আশা করি এমন অসত্য খবর আর কেউ প্রচার করবে না।”

গত শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য স্বাস্থ্য সংস্থা নিশ্চিত করেছিল স্নেহাশিসের স্ত্রী, শ্বশুর—শ্বাশুড়িসহ একজন গৃহকর্মীর শরীরে করোনাভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। শহরের একটি প্রাইভেট নার্সিং হোমে তাদের চিকিৎসা চলছে। কলকাতার বেহালা এলাকায় সৌরভের বাড়ি হলেও স্নেহাশিস থাকেন মমিনপুরে অন্য এক বাড়িতে।

সৌরভের ক্রিকেটার হওয়ার পেছনে স্নেহাশিসের অনেক অবদানএ কথা অনেকবারই শোনা গেছে। বাংলার হয়ে ৫৯টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন তিনি। প্রায় ৪০ গড়ে করেছেন ২ হাজার ৫৩৪ রান। ৬টি সেঞ্চুরিও আছে তাঁর।

সৌরভকে এখনো পোড়ায় দ্রাবিড়ের সেই 'না পাওয়া'

রাজার মতোই নিজের টেস্ট ক্যারিয়ারটা শুরু করেছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলী। লর্ডসে দারুণ এক সেঞ্চুরি করে। গতকাল ২০ জুন ছিল তাঁর টেস্ট অভিষেকের দুই যুগ পূর্তি। কেবল সৌরভই নন, রাহুল দ্রাবিড়ের টেস্ট অভিষেকও হয়েছিল একই দিনে। সৌরভের মতোই তাঁর শুরুটাও সেঞ্চুরি দিয়েই হতে পারত। কিন্তু অল্পের জন্য সেটা হয়নি। মাত্র ৫ রান দূরে থেকেই ৯৫ রানে শেষ হয়েছিল দ্রাবিড়ের অভিষেক টেস্ট ইনিংস।একই সঙ্গে দুজনের অভিষেক, নিজে শুরুটা রাঙালেন সেঞ্চুরি দিয়ে, কিন্তু বন্ধু পারলেন না অল্পের জন্য। ব্যাপারটা

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER
NO: 07/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD,.up to 3.00 P.M. on 03/10/2020 for the following work:-

Sl No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No: 56/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 24,25,203.00	Rs. 24252.00	180 days	Rs. 1000.00
2	DNIe-T No: 57/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 24,25,203.00	Rs. 24252.00	180 days	Rs. 1000.00
3	DNIe-T No: 58/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 24,25,203.00	Rs. 24252.00	180 days	Rs. 1000.00
4	DNIe-T No: 59/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 21,77,753.00	Rs. 21778.00	180 days	Rs. 1000.00
5	DNIe-T No: 60/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 21,77,753.00	Rs. 21778.00	180 days	Rs. 1000.00
6	DNIe-T No: 61/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 21,77,753.00	Rs. 21778.00	180 days	Rs. 1000.00
7	DNIe-T No: 62/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 21,77,753.00	Rs. 21778.00	180 days	Rs. 1000.00
8	DNIe-T No: 63/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 21,77,753.00	Rs. 21778.00	180 days	Rs. 1000.00
9	DNIe-T No: 64/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 21,77,753.00	Rs. 21778.00	180 days	Rs. 1000.00
10	DNIe-T No: 65/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 21,77,753.00	Rs. 21778.00	180 days	Rs. 1000.00

- Last date and time for document downloading and bidding: 03/10/2020 up to 15:00 hrs
- Time and date of opening of bid: 05/10/2020 at 16:00 hrs
- Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.gov.in
- Class of bidder: Appropriate Class All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C-1623/2020-21

Executive Engineer
DWS Division,
Kaylanpur Khowai Tripura

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিশেষ ভাবে জানানো যাচ্ছে যে, ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম হতে ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী তপশিলী জাতি ভুক্ত বেকারদের আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বার্বিক স্বল্প সরলসুদে অটোরিক্সা (পেট্রোল), টাঙ্ক্ট জেনন (পিকআপ), বোলেরা প্লাস, ইকো (সি এনজি) ইকো (পেট্রোল), মাইক্রো ঋণ প্রকল্প ও মহিলা সমৃদ্ধি যোজনার ক্ষেত্রে (ঋণের পরিমান ৫০,০০০/- টাকা এবং মাইক্রো ঋণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে সুদের হার ৫ শতাংশ ও মহিলা সমৃদ্ধি প্রকল্পের ক্ষেত্রে সুদের হার ৪ শতাংশ এবং উচ্চশিক্ষা প্রকল্পে ঋণ প্রদানের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছে। দরখাস্তের নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লক এলাকার দরখাস্তকারীগণ তাদের নিজস্ব এলাকার ব্লক অফিসে, নগর পঞ্চায়েত এলাকার দরখাস্ত কারীগণ নগরপঞ্চায়েত অফিসে, পৌর পরিষদ এলাকার দরখাস্তকারীগন পৌর পরিষদ অফিসে এবং আগরতলা পৌর নিগম এলাকার দরখাস্তকারীগন আগরতলা পৌর নিগমের প্রধান কার্যালয়ে আগামী ০৫/১০/২০২০ ইং তারিখের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত তথ্য সহকারে সাদা কাগজে দরখাস্ত করবেন। প্রার্থী বাছাই এর ক্ষেত্রে নিগমের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।

বিস্তারিত বিবরনের জন্য দরখাস্তকারীগনকে নিজ নিজ ব্লকে নিগমের ফিল্ড সুপারভাইজার এবং পৌর এলাকার জন্য নিগমের প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ঋণ প্রদানের শর্তাবলী ঃ-

১) ভারতীয় নাগরিকত্ব / ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন তার প্রমাণপত্র এর প্রতিলিপি জমা দিতে হবে।
২) তপশিলী জাতি ভুক্ত হতে হবে।
৩) আবেদনকারীর বয়স ১৮ বৎসর হইতে ৫৫ বৎসরের মধ্যে হতে হবে।
৪) আবেদনকারীর সর্বোচ্চ পারিবারিক বাৎসরিক আয় ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে (এস ডি এম / ডি সি দ্বারা স্বাক্ষরিত)।
৫) পারিবারিক রেশন কার্ড এর প্রতিলিপি জমা দিতে হবে।
৬) ঋণ নেওয়ার সাপেক্ষে একজন সরকারি কর্মচারীকে উক্ত ঋণের জামিনদার হতে হবে অথবা ঋণের সমপরিমান টাকার ফিকস্ড ডিপোজিট সার্টিফিকেট বন্ধক দিতে হবে।
৭) মাইক্রো এবং মহিলা যোজনা ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে DRW/ Fixed Pay/ Pump Operator/ Anganwadi Worker উক্ত ঋণের জামিনদার হতে পারবে নতুবা ঋণের সমপিরমান টাকার জন্য বন্ধক রেখেও উক্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।
৮) আবেদনকারীর টেলিফোন নম্বর দরখাস্তের মধ্যে উল্লেখ থাকতে হবে।
৯) ট্রান্সপোর্ট ঋণ প্রকল্পে দরখাস্তকারীর অবশ্যই ড্রাইভিং লাইসেন্সের প্রত্যয়িত নকলের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে।
১০) উচ্চশিক্ষা ঋণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে নিগমের প্রধান কার্যালয়ে থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১১) উচ্চশিক্ষা ঋণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রীর কলেজ কর্তৃক প্রদান করা Bonafide Cerfificate এবং fee structure জমা দিতে হবে।
১২) প্রতিটা xerox কপিতে self attested থাকতে হবে।

বিঃ দ্রঃ
১) জেনারেল নার্সিং কোর্স করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষায় নূন্যতম ৪৫ শতাংশ নম্বর পেতে হবে এবং এম এড বি এড ও ডি এল এড ট্রেনিং কোর্স করার জন্য ঋণ পেতে গেলে নূন্যতম ৪৫ শতাংশ নম্বর পেতে হবে।
২) উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর www.scw.tripura.gov.in ওয়েব সাইডে পাওয়া যাবে।

জেনারেল ম্যানেজার
ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লি.

ICA/D-520/2020-21

NO.F.9(1)-IGMH/GS/Rice/2017
Dated, Agartala the 11t (9 2020

RE-SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotation are invited by the undersigned on the behalf of the Govt. of Tripura from the prospective reputed firm/authorized distributor/ agent/ suppiler/dealer or interest person for carrying, loading, unloading work of A grade rice from FCI Godown, AD Nagar to IGM Hospital, Agartala

The quotation form with detailed description of items & terms and conditions will be available from the Medical Superintendent, I.G.M/ Hospital, Agartala on any working days during the office hour from 11:00 to 16:30 hours, free of cost up to 25/09/2020.

The qotcation would be received at the office of the undersigned upto 17:00 hours 25/09/2020 by speed post/ Courier Service/ By Hand and will be opened on next working day, in the office of the Medical Superintendent, I.G.M. Hospital, Agartala.

ICA/C-1630/2020-21

Medical Superintendent
I,G,M Hospital, Agartala.

The Project Director, Implementation Unit (PIU), ADB Projects, Office of the Superintending Engineer, 3rd Circle, Public Works Development (R&B), Udaipur-799120, Gomati District, Tripura, India, Telephone: 03821-222378, Fax No.03821223533. E-mail:- se3rdpwdgmail.conn, invites sealed bids under single stage two envelope system, from eligible and qualified bidders vide No- 02 / PD ; ,ADB / R / 2020-21. For title of the proposal Project:- NORTH EASTERN STATE ROADS INVESTMENT PROGRAM (NESRIP) — TRANCHE-2 ROADS.

Date:- 21s' September, 2020. Contract No. and Title: Procurement of Civil Works:- Country: INDIA, ADB Loan No.3073, Completion of balance work of Improvement and Up gradation of road section of Udaipur to Melaghar (TR02) (Tranche-2 road in the State of Tripura) (ADB Loan No.3073) Deadline for Submission of Bid: 20th October, 2020 on 1ST 1.00 P.M. The detailed documents shall be available for sale between IST 10:30 AM on 21st September 2020 to 1ST 3:30 Pm 12th October 2020. The detailed documents may be seen in the Office of the Superintending Engineer, 3rd Circle, Public Works De.felopment (R&B), Udaipur-799120, Gomati District, Tripura, India. The complete set of Bicici'ng Documents can also be obtained by the interested bidders by free downloading on line from the web sites at https://tripura.gov.in/.

ICA/C-1637/2020-21

For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. Madhab Lal Banik)
Project Director (ADB Project)

বনকুমারিতে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। বিজেপি প্রতাপগড় মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে বনকুমারিতে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্ম দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।উল্লেখ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্ম দিবস টি গোটা দেশেই সেবা সপ্তাহ হিসেবে পালন করা হচ্ছে। সেবা সপ্তাহে নানা সামাজিক কর্মসূচি পালন করছে বিভিন্ন সংগঠন।এরই অংশ হিসেবে বনকুমারি তে প্রতাপগড় মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। রক্তদান শিবির কে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।তবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করা হয়েছে।শুধু প্রতাপগড় মণ্ডল কমিটির তরফ থেকেই নয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিজেপির বিভিন্ন সংগঠন গুলির এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে।

বিশালগড়ে হুকলাইন বিরোধী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ সেপ্টেম্বর।। শনিবার দুপুরে বিশালগড় থানাধীন অফিসটিলার শ্রমিক কলোনি এলাকায় বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা হানা দেয়। তাতে কয়েকটি বাড়িতে বিদ্যুতের হুকলাইন ব্যবহার করে বিদ্যুৎ চালাচ্ছে বলে বিদ্যুৎ নিগম অফিসে খবর আসে। সেই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগড় বিদ্যুৎ নিয়ম কর্মীরা পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে অফিসটিলা শ্রমিক কলোনি এলাকায় হানা চালায়। তাতে কয়েকটি বাড়িতে বিদ্যুৎ হুক লাইন ব্যবহার করে বিদ্যুৎ চালায় এমন অবস্থায় হাতেনাতে ধরা পড়ে কয়েকটি বাড়িতে।শ্রমিক কলোনি এলাকার কয়েকটি বাড়িতে হানা চালিয়ে টিভি ফ্রিজ সহ বৈদ্যুতিক চুল্লি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় বিদ্যুৎ নিয়োগ কর্মীরা। যাদের বাড়ি থেকে বিদ্যুৎ সামগ্রী উদ্ধার করতে পেরেছে তাদেরকে ৭ দিনের মধ্যে বিশালগড় বিদ্যুৎ নিগম অফিসে যোগাযোগ করার জন্য নোটিশ প্রদান করেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়ে আসেন।

নাশকতার আগুনে পুড়ল অটো রিস্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। নাশকতার আগুনে পুড়ল একটি অটো রিস্কা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার চামপ্লাই গাও সভায়। অটোর মালিকের নাম দীপক সরকার।জানা যায় অন্যান্য দিনের মতো গতকাল রাতেও পটর মালিক দীপক সরকার এটি একটি ঘরে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। রাতে হঠাৎ অটোর ঘরে কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন দেখে স্থানীয় লোকজন রা ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। অটোর মালিক দীপক সরকার কে ডেকে তোলা হয় ঘুম থেকে। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন আয়ত্তে আনে। তবে ততক্ষণে অটটই পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। অবশ্য প্রতিবেশীদের প্রচেষ্টায় বাড়িঘর আগুন এর হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে। এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেফতার করার সংবাদ নেই। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র

ছয়ের পাতায় দেখুন

শনিবার আগরতলায় কার্যকারিনীর বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি-নিজস্ব।

উদয়পুরে জেলা শিক্ষা আধিকারীককে স্মারকলিপি সিপিআইএমএল'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর,১৯ সেপ্টেম্বর।। শনিবার গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিক শুভ রঞ্জন দাস এর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করলো সিপিআই (এম এল) গোমতী জেলা কমিটি। সিপিআই(এমএল) গোমতী জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এদিন নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি বিচার বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য স্মারকলিপি প্রদান করেন। বিষয় ও দাবী গুলি হলো কোভিড - ১৯ মহামারী বিপর্যয়ের সময় চলতি শিক্ষা বর্ষে বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন ও সব ধরনের পরীক্ষা বন্ধ ও স্থগিত রাখার দাবিতে সারা দেশব্যাপী ও রাজ্যে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠেছে। অথচ ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও সব অংশের মানুষের জোরালো মতামতকে অগ্রাহ্য করে কি কেন্দ্রে ও কি রাজ্যে, উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যালয় শিক্ষায় বিশেষ ধরনের পঠন পাঠন ও পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। নিট ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা শুরু করা হয়েছে। নিট পরীক্ষায় মাত্র ৭৪ছাত্রছাত্রী অংশ নিতে পেরছে। যা ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের জীবন নিরাপত্তাকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদাপন্ন করে তুলেছে। ফলে পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার খুবই কম। আমাদের রাজ্যে ২০ শে আগস্ট হতে বিদ্যালয়ে "নেইবারহুড" ক্লাশ চালু করা হয়েছে। তাতে করোনা আক্রান্ত হয়ে বিশালগড় নেহালচন্দ্র নগর বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাধেশ্যাম সরকার ও সোনামুড়া গরুরবান্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্র মারা যায়। আরও শিক্ষক আক্রান্ত হয়। চিকিৎসা পায়নি। পরে ২৯ শে আগস্ট তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। এমন একটা সময়ে এই ধরনের অবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে, যখন দেশে কোভিড মহামারী গণসংক্রমণ আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজ্যে গোষ্ঠী সংক্রমণে প্রতিদিন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে চারশ থেকে ছয়শ দাঁড়িয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

রাজৌরিতে ধৃত ৩ জন লস্কর জঙ্গি, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-গ্রেনেড

জম্মু, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ - সহ লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ৩ জন সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করল সুরক্ষা বাহিনী। ধৃত জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দু''টি একে-৫৬ রাইফেল, দু''টি পিস্তল, চারটি গ্রেনেড এবং নগদ ১ লক্ষ টাকা। দক্ষিণ কাশ্মীরের বাসিন্দা ওই সন্ত্রাসবাদীদের বয়স ১৯-২৫ বছরের মধ্যে।

জম্মুর আইজিপি মুকেশ সিং জানিয়েছেন, শনিবার রাজৌরি জেলার রাজৌরি শহরের কাছে গ্রেফতার করা হয়েছে ৩ জন লস্কর জঙ্গিকে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দু''টি একে-৫৬ রাইফেল, দু''টি পিস্তল, চারটি গ্রেনেড এবং নগদ ১ লক্ষ টাকা। প্রত্যেকের বয়স ১৯-২৫ বছরের মধ্যে।

নাশকতার ছক বানচাল, মুর্শিদাবাদ-এর্নাকুলাম থেকে ধৃত ৯ জন আল কায়েদা জঙ্গি

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এবং কেরলের এর্নাকুলামে বসে চলছিল রাজধানী দিল্লিতে বড়সড় নাশকতার ছক। সেই ছক ভেস্তে দিল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এবং কেরলের এর্নাকুলাম থেকে ৯ জন আল কায়েদা জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে নাজমুস সাকিব, আবু সুফিয়ান মইনুল মন্ডল, লিউ ইয়ান আহমেদ, আল মামুন কামাল এবং আতিউর রহমান-সহ ৬ জন আল কায়েদা জঙ্গিকে। পাশাপাশি এর্নাকুলাম থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে মুর্শিদ হাসান, ইয়াকুব বিশ্বাস, মোশারফ হোসেন নামে ৩ জন আল কায়েদা জঙ্গিকে। শনিবার সকালে এনআইএ জানিয়েছে, শনিবার ভোরের অভিযানে ৯ জন আল কায়েদা জঙ্গিকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর বেআইনি সামগ্রী, তার মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল ডিভাইস, ডকুমেন্ট, জিহাদি সামগ্রী, ধারালো অস্ত্র, দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক তৈরির সামগ্রী।

এনআইএ জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এবং কেরলের এর্নাকুলামে বসে রাজধানী দিল্লিতে বড়সড় নাশকতার ছক কষছিল এই মডিউল। মুর্শিদাবাদ এবং এর্নাকুলামের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই ৯ জন আল কায়েদা জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এনআইএ সূত্রের খবর, এই মডিউল সক্রিয়ভাবে তহবিল সংগ্রহের কাজ করত, তাদের মধ্যে কয়েকজনের আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য নিউদিল্লিতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হামলার আগেই এই ৯ জন আল কায়েদা জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন এআইডিএসওর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র পক্ষ থেকে শনিবার উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। কলেজ গুলিতে অন লাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে প্রথম তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেই তালিকায় ছাত্র ছাত্রীদের হোম টাউনের পরিবর্তে দূরবর্তী স্থানের কলেজ গুলিতে স্থান পেয়েছে। এস এম এস করে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে। এতে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কলেজ গুলিতে আসন সংখ্যা সিমীত, শিক্ষক সিক্ষিকা স্বল্প, বিইয়ের অভাব। ছয়ের পাতায় দেখুন

৫৩-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৮৫,৬১৯ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রকোপ ভারতে বেড়েই চলেছে। ভারতে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৫৩-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩,০৮,০১৫-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,২৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৯৩,৩৩৭ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৮৫,৬১৯ জন এবং মোট সংক্রমিত ৫৩,০৮,০১৫ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪২,০৮,৪৩২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৬৪।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৮৫,৬১৯ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৫,২৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ১৩ জন, অসমে ৫৪০ জন, বিহারে ৮৫৯ জনের, চন্ডীগড়ে ১১৩ জন, ছত্তিশগড়ে ৬৪৫ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,৯০৭ জনের, গোয়া ৩৩৫ জন, গুজরাটে ৩,২৮৬ জনের, হরিয়ানায় ১,০৯২ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৯৬৬ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৬০২ জনের, কর্ণাটকে ৭,৮০৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৫০১ জন, লাদাখে ৪৮ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,৯০১ জন, মহারাষ্ট্রে ৩১,৭৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৫২ জন, মেঘালয়ে ৩২ জন, নাগাল্যান্ডে ১৫ জন, ওড়িশায় ৬৮২ জনের, পুদুচেরিতে ৪৬২ জন, পঞ্জাবে ২,৭০৮ জন, রাজস্থানে ১,৩০৮ জনের, সিকিমে ২৪ জন, তামিলনাড়ুতে ৮,৬৮৫ জন, তেলেঙ্গানায় ১,০২৫ জন, ত্রিপুরায় ২৩৫ জন, উত্তরাখণ্ডে ৪৬৪ জন, উত্তর প্রদেশে ৪,৮৬৯ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪,২৪২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৬১ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৯.২৮ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ১৯.১০ শতাংশ মানুষ।

ভারতে ৬.২৪ কোটির উর্ধ্বে করোনা-পরীক্ষা, ২৪ ঘন্টায় ৮.৮১ লক্ষ

ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬.২৪ কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। একইসঙ্গে ভারতে ফের অনেকটাই নিম্নমুখী দৈনিক করোনা-পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৮,৮১,৯১১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৮ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) পর্যন্ত দেশে ৬,২৪,৫৪,২৫৪টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) ভারতে ৮,৮১,৯১১টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৬,২৪,৫৪,২৫৪টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে ১০,০৬,৬১৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছিল। ভারতে গত কয়েকদিন ধরে কমেই চলেছে করোনা-পরীক্ষা।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক ধীরেশ ভৌমিক, শোক শিক্ষামন্ত্রীর

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। করোনাকে হারাতে পারলেও শেষপর্যন্ত মৃত্যুর কাছে হার মানলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ধীরেশ ভৌমিক। মত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন এক কন্যা, নাতনি ও জামাতা সহ আত্মীয় পরিজনদের। গতকাল শুক্রবার রাতে তিনি করোনা নেগেটিভ হয়ে বাধারঘাট স্পোর্টস হোস্টেল থেকে শিবনগরস্থিত নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর শনিবার সকাল ৭.২০ মিনিটে আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। ১৯৯১-সালের জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন প্রয়াত শিক্ষক ধীরেশ ভৌমিক। ১৯৯৫ সালে যোগেন্দ্রনগর বিদ্যাসাগর গার্লস স্কুল থেকে অবসর নিয়েছিলেন। দীর্ঘ ৪১ বছর শিক্ষকতা করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আদর্শের সাথে। প্রয়াত ধীরেশ ভৌমিকের স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল ২০০৭ সালে। এরপর থেকে একমাত্র কন্যার তত্ত্বাবধানেই থাকতেন। প্রয়াতের জামাতা রক্ষিত দেবনাথ স্যন্দন পত্রিকার বার্তা সম্পাদক। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক ধীরেশ ভৌমিকের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রীর তরফে এদিন প্রয়াতের বাড়ি গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সদর স্কুল ইন্সপেক্টর শ্রী দীপঙ্কর দাস। পরে বটতলা মহাশ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

৭ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ১,৩১৫ জনের, করোনা-সংক্রমিত ১,১২,১০৩

জয়পুর, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজস্থানে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৮১৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নতুন করে ৮১৩ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১২,১০৩। শনিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৮১৩ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। আক্রান্ত ৮১৩ জনের মধ্যে আজমের-এ ৬৭ জন, আলওয়ারে ৪৫ জন, বন্সওয়ারে ৮ জন, বরণে ১৪ জন, বারমের-এ ৫ জন, ভরতপুরে ৪ জন, ভিলওয়ারে ৪০ জন, বিকানের-এ ২৪ জন, বুন্দিতে ১১ জন, চিত্তরগড়ে ১০ জন, চুরুতে ১২ জন, দৌসায় ৭ জন, ঢোলপুরে ১২ জন, দুঙ্গারপুরে ১৮ জন, গঙ্গানগরে ১৬ জন, হনুমানগড়ে ৫ জন, জয়পুরে ১৩২ জন, জয়সলমের-এ দু''জন, জালোরে ১৪ জন, ঝালাওয়ারে ২৬ জন, ঝুনঝুনুতে ৭ জন, যোধপুরে ৮৬ জন, কারাউলিতে ৫ জন, কোটায় ৬৮ জন, নাগাউরে ২৪ জন, পালিতে ৩৩ জন, প্রতাপগড়ে ২১ জন, রাজসমন্দে ১২ জন, সওয়াই মাধপুরে ৭ জন, সিরোহিতে ১৪ জন, টোঙ্কতে ১৫ জন এবং উদয়পুরে ৪৯ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে সমগ্র রাজ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮১৩ জন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১,১২, ১০৩-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯২,৩০৩ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৮,৪৮৫ এবং নতুন করে ৭ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,৩১৫ জনের।

মুম্বইয়ের অদূরে লাইনচ্যুত ট্রেনের কামরা, সুরক্ষিত যাত্রীরা

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মুম্বই থেকে প্রায় ৯৫ কিলোমিটার দূরে, আতগাঁও স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল লোকাল ট্রেনের একটি বগি। শনিবার সকালে কাসারা স্টেশন অভিমুখে যাচ্ছিল ওই লোকাল ট্রেনটি, সকাল ৭.২৮ মিনিট নাগাদ সেন্ট্রাল রেলওয়ে রুটের (থানে জেলায়) আতগাঁও স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে যায় ওই লোকাল ট্রেনের একটি বগি। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই, সমস্ত যাত্রী সুরক্ষিত হয়েছেন।

সেন্ট্রাল রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবাজী সুতার জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ৭.২৮ মিনিট নাগাদ আতগাঁও স্টেশনের কাছে বেলাইন হয়ে যায় শহরতলি ট্রেনের একটি কামরা। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। তাছাড়া দুর্ঘটনার সময় ওই কামরায় খুব বেশি যাত্রী ছিলেন না। এই ঘটনার জেরে কল্যাণ-কাসারা রুটে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরাই যেমন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মী, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের জন্যই চলাচল করছে লোকাল ট্রেন।

প্রয়াত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী পূর্বা দাম, শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অসংখ্য শ্রোতাদের শোকস্তব্ধ করে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী পূর্বা দাম। শনিবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৮৬ বছর বয়সী পূর্বা দাম। পরিবার সূত্রের খবর, বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী পূর্বা দাম। শনিবার সকাল ৬.৩০ মিনিট নাগাদ জীবনাবসান হয়েছে তাঁর। পূর্বাদেবী রেখে গিয়েছেন স্বামী এবং একমাত্র কন্যাকে।

পূর্বা দামের জন্ম ১৯৩৫ সালে, কলকাতায়। ৮০-র দশকে অন্যতম প্রধান রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন পূর্বা দাম। বারো বছর বয়স থেকে সুচিত্রা মিত্রের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয় শিল্পীর। সুচিত্রা মিত্রের গানের ধারাকে আজীবন অনুসরণ করে এসেছেন তিনি। সুচিত্রা মিত্রের প্রিয় ছাত্রী ছিলেন পূর্বা দাম। কাকতালীয়ভাবে সুচিত্রা মিত্রের জন্মদিনেই (১৯ সেপ্টেম্বর) প্রয়াত হলেন পূর্বা দাম। ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'সংগীত সম্মানে' সম্মানিত করে জনপ্রিয় এই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীকে। "তোমার তরী বাওয়া", "সীমার মাঝে অসীম তুমি", "মধুর রূপে বিরাজো"-সহ রবির গান নিয়ে একাধিক জনপ্রিয় অ্যালব্যাম রেকর্ড করেছেন পূর্বা দাম।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল শিল্পীর। পূর্বা দামের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোকবার্তায় তিনি জানিয়েছেন, 'তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতে এক শূন্যতার সৃষ্টি হল। আমি পূর্বা দামের পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি'।

রাজ্যপালের সাথে দেখা করলেন ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট এর প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। গত ১১ সেপ্টেম্বর সাব্রুমে প্রকাশ্য সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সংবাদ মাধ্যমকে দেখে নেওয়া ও ক্ষমা না করার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংবাদিক এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে রাজ্যপাল রমেশ বৈশ এর সাথে দেখা করেন। প্রতিনিধিরা একটি স্মারক লিপি রাজ্যপালের হাতে তুলে দেন।

মুখ্যমন্ত্রীর হুমকি এবং সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমের সাথে অনাকাঙ্খিত সম্পর্কের ঘটনায় রাজ্যপাল বিষ্ময় প্রকাশ করে বলেন, সংগঠনের তরফ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে। রাজ্যপাল বলেছেন, গণতন্ত্রের সরকার এবং গণমাধ্যমের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক থাকা উচিত। গণতন্ত্রে শাসক পক্ষের সমালোচনা গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রত্যাশিত। সংগঠনের বক্তব্য হল রাজ্যপাল এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করবেন পাশাপাশি রাজ্যপাল জানিয়েছেন, যে সরকারও সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক যাতে গড়ে উঠে সে ব্যাপারে তিনি উদ্যোগ নেবেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব'র সংবাদ মাধ্যমকে প্রকাশ্য হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে অল মনিপুর ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট ইউনিয়ন, মিজোরাম ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন, আলিপুরদুয়ার প্রেস ক্লাব, চন্ডীগড় প্রেস ক্লাব, পাঞ্জাব প্রেস ক্লাব, বিহারের শ্রমজীবী পত্রকার ইউনিয়ন - ত্রিপুরা এসেম্বলিত অব জার্নালিস্টস-র" প্রতিবাদ কর্মসূচির প্রতি ইতিমধ্যে সমর্থন জানিয়েছে।

সংগঠন গুলি পৃথক পৃথক বার্তায় জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব''র সংবাদ মাধ্যম বিরোধী অগনতান্ত্রিক মনোভাব ও কার্যকলাপ, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার উপর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ। তারা বিপ্লব কুমার দেবকে দেশবাসির কাছে এই জাতীয় অশালীন মন্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবী জানিয়েছে। অন্যথায়, দেশজুড়ে সাংবাদিক সংগঠনগুলি উনার বিরুদ্ধে জাতীয়স্তরে আন্দোলন সংগঠিত করার হুমকি দিয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।